নীলকণ্ঠ

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(গ্রাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয় রজনী

(শিবরাত্রি)

প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩২০

মূল্য ॥০ আট আনা।

মহামান্য ডিমলাধিপতি রাজকুমার

শ্রীল শ্রীযুক্ত যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুর

মহাশয়ের করকমলে

দরিদ্র ব্রাহ্মণের

এই ক্ষুদ্র নাটকখানি

পরমসমাদরে

উৎসৃষ্ট হইল।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রী।

পাত্র

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, দুর্ব্বাসা, নারদ, ইন্দ্র, জয়ন্ত,
পঞ্চানন্দ, যম, পবন প্রভৃতি দেবগণ, ধন্বন্তরি,
রাহু প্রভৃতি দৈত্যগণ, প্রমথগণ, ছিদাম
(জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি) ইত্যাদি।

পাত্রী

লক্ষ্মী, ভগবতী, রাধিকা, অলক্ষ্মী (দুর্ব্বাসার স্ত্রী),
ছিদাম-স্ত্রী, পঞ্চাননী (ছিদামের কন্যা),
গোপীগণ, অলক্ষ্মীর সহচরীগণ,
সুরা ইত্যাদি।

[library stamp, illegible]
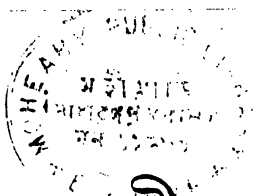
নীলকণ্ঠ

প্রস্তাবনা

সমুদ্রতীরস্থ-রাজপথ।

ঐরাবতোপবিষ্ট ইন্দ্র ও দুর্ব্বাসা।

দুর্ব্বাসা। আশীর্ব্বাদ-পুষ্পমাল্য ধর সুররাজ!
ভুঞ্জ দিব্য শান্তি-সুখ, আত্মার সন্তোষ,
নিস্বার্থতা-পরিমল—বিবেক-বিচারে।
হ'তে পারে লীলাময়ী সৃষ্টি বিবর্ত্তন,
না হবে অন্যথা কভু দুর্ব্বাসা-বচন।

ইন্দ্র। পুণ্যময় পূর্ণজ্যোতিঃ শুদ্ধ ঋষিবর!
ত্রিদিব-ঈশ্বর ধন্য প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে—
তব! ততোধিক চরিতার্থ কৃপা-লাভে।

(ঐরাবতের মস্তকে মাল্য স্থাপন করিলেন, ঐরাবত শুণ্ডে মাল্য গ্রহণ করিয়া পদে দলন করিল।)

দুর্ব্বাসা। কি কি দুরাচার! মম প্রিয় উপহার,
এত হীন হেয় ঘৃণ্য হইল তোমার!

না রাখি মূর্দ্ধণ্যোপর রক্ষ করী-শিরে ?
করী কিনা মদভরে দলিল চরণে ?
নাহি ভাব মনে দীন ক্ষুদ্র দুর্ব্বাসায় ?
অনায়াসে হায়, স্বতঃ আগ্নেয় ভূধরে,
ক্রীড়াভরে পদক্ষেপ সহস্রলোচন !
দহ দহ অনুক্ষণ আপন করমে,
সেই ক্ষিপ্ত জ্বালামুখ দীপ্ত হুতাশনে।
লক্ষ্মী-বলে যেই গর্ব্ব হ'য়েছে তোমার,
সেই লক্ষ্মী ঐরাবত যাবে, হাহাকারে—
ত্রিবিশ্ব কাঁদিবে—শোকের ত্রিবেণী ব'বে,
তুচ্ছ ভোগ-স্মৃতি রবে—ভোগ্য না পাইবে,
তখন স্মরিবে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
হের ভাগ্য-লিপি তব নিবিড় আঁধার।

[বেগে প্রস্থান।

ইন্দ্র। ঋষি—ঋষি ! ধরি পায়, ক্ষমা—ক্ষমা চাই।

(অকস্মাৎ রাজপথ অন্ধকারময় হইল, ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রগাত্রস্থ অলঙ্কারভূষাদি হইতে লক্ষ্মী আবির্ভূত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন।)

একি কোথা যাও ওমা ঐশ্বর্য্যদায়িনি !
দীন সন্তানের হেরি কোন্ অপরাধ,
এ বিষাদ প্রদান মা অকালে সহসা।

লক্ষ্মী। ইন্দ্র! কি করিব বৎস! ঘোর অভিশাপ—
প্রোজ্জ্বল অনল সম দহিছে হুঙ্কারে!
আসে উড়ে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বিশ্বনাশী,
আকর্ষণে পশ্চাতে সবেগে রত্নাকরে।
নাহি জানি ব্রহ্মবাক্যে তড়িত সঞ্চরে
কিবা! আহা, এক দিকে তোর স্নেহধারা,—
ডুবায় হৃদয়-বেলা, অন্য দিকে মরি—
বিতাড়ে অদৃষ্ট-ঋষি দুরন্ত দুর্ব্বার—
সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপ রুদ্র-অবতার।
আসি বৎস! তোর মায়া ভুলিবার নয়,
দেখ্ চেয়ে দুই চক্ষে ঝরিছে করুণা—
কালিন্দি যমুনা যেন সোদরা ভগিনী।
দেখ্ দেখ্ সহস্র লোচনে শচীনাথ!
ব্রহ্মবাক্য—অভিশাপ, টেনে ফেলে দূরে,
সুনীল বারিধি-উৎস হয় অগ্রসর,
ডুবিনু ডুবিনু তমোময় জলতলে।
আর স্থির নারি রহিবারে—করিলরে—
মাতা-পুত্রে দুষ্ট কাল দূর ব্যবধান।

(অদৃশ্য হইলেন)

ইন্দ্র। নেমে এল কোথা হ'তে নির্ম্মম নীলিমময়ী
কৃষ্ণ মেঘমালা স্বচ্ছ দীপ্ত দিকাকাশে!
ছুটে এল হুহুঙ্কারি উচ্ছ্বসিত বারি—

সমুদ্রের নিম্নতর নিম্নস্তর হ'তে।
বিস্ময়ে প্রকৃতি উষ্ণা ব্যাকুলা চঞ্চলা,
স্তব্ধ যেন মহাকাল তার দীর্ঘশ্বাসে !
পরিণতি দৃষ্টিহীন বিশুষ্ক অধর,
নৈরাশ্যের অন্ধকার, হাহাকার মেখে—
করিল গর্জ্জন ভীম, "বিশ্ব লক্ষ্মীহীন"
"করাল দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট, ভাগ্যশূন্য জীব।"

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরণ্য-কুটীর।

অলক্ষ্মী ও সহচরীগণ।

সহচরীগণ। গীত।

অনেক ক'রে ভোর দুপুরে আজ ভেঙে দেছি
কাঁচা ঘুম।
আর সকাল সকাল মাগীগুলোর দেখ কেবল
কাজের ধূম॥
কেউ দেন নেতা ছড়া, কেউ দেন ঝাঁট,
বাসন কোসন নিয়ে কেউ যান পুখুর ঘাট,
মর্—মর্—আপন সুখ কেউ খোঁজেনা, যেন চিতেরকাঠ
জ্বলছে পুড়্‌ছে কেবল খাট্‌ছে—সময় হারায় বেমালুম।

অলক্ষ্মী। তাইত রে, দুনিয়ার মেয়ে মানুষগুলো কি রকম বল্ দেখি?

১ম সহ। ঐ রকম!

২য় সহ। কেবল খাট্‌ছে, কেবল খাট্‌ছে!

৩য় সহ। ইনি হন্ বাপ!

৪র্থ সহ। তাতে আবার বুড়ো।

১ম সহ। ভাত রেঁধে দিতেই হবে!

অলক্ষ্মী। বাপ তিনি—তাঁর দাবী কত! তেমনি মা—তেমনি ভাতার—

১ম সহ। তেমনি ভাসুর, তেমনি দেওর—

২য় সহ। তেমনি ছেলে, তেমনি মেয়ে—

৩য় সহ। তেমনি আবার পাড়াপড়শী।

৪র্থ সহ। অহো হো—আবার দেওরপো আর ভাসুরপো!

২য় সহ। মাগীগুলো এসব নিয়ে কেমন ক'রে ঘরকন্না করে বল্ দেখি?

৪র্থ সহ। তাই নয় হ'ল, আবার কিনা অভ্যাগত অতিথি।

অলক্ষ্মী। দিন নেই, ক্ষণ নেই, এলেই হ'লো! খাওয়াতেই হবে!

১ম সহ। আমি হ'লে ছাই দিয়ে অতিথিদের পেট ভরিয়ে দিতুম! বাড়ীতে আস্‌বে পোড়ারমুখ; আস্‌বে? আজকে পাঁশ, কাল খেংরা, পরশু গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতুম।

অলক্ষ্মী। আমার যেন বোন্,—ঐ গুলো দু'চক্ষের বিষ! তবে ভাতার—তাকে ছাড়্‌বার যো নেই, তাই ভাতারের মুখ দেখ্‌তে হয়!

১ম সহ। তোর ভাতার ত নয় বোন্, যেন গোখ্‌রো সাপ্!

২য় সহ। দিন রাত্তির ফোঁস্ ক'রেই আছে।

অলক্ষ্মী। সেই অল্‌পেয়ে নারুদে মুনিই এর যত রঙ্গের গোড়া! বেছে বেছে ঘটকালি ক'রলে কিনা—

১ম সহ। জ্বরের উপর জলপাই—দুর্ব্বাসা ঠাকুর, বাপ্‌রে বাপ্‌—মিন্‌সে দিন রাত্তির.তেতেই আছে।

অলক্ষ্মী। ডিংরে মুখপোড়া নারুদে আমার কি সর্ব্বনাশটা ক'রলে বোন্! (রোদন)

নারদের প্রবেশ।

নারদ। কি বৌঠাক্‌রুণ! আজ অভাগা নারদের উপর বড় মিষ্টি বুলি ঝাড়্‌ছ যে!

অলক্ষ্মী! পোড়ারমুখো! আবার জ্বালাতে এসেছিস্? বেরো—বেরো দুস্‌মন! চোখের বালি,—ঘাটের কাঠ,—বিষ্ঠের নুড়ো,—কুকুরের বমি,—

সখীগণ। কুষ্ঠের পুঁজ—ঘেন্না—ঘেন্না—ঘেন্না—

নারদ। তা'হলে আমি ছেলেখানা কেমন দেখ! সব লক্ষ্মী-ছাড়ীকেও চটিয়েছি, আমায় নমস্কার কর ঠাক্‌রুণরা!

অলক্ষ্মী। তুই মুখপোড়াইত আমাকে ভাতারের সুখ হ'তে বঞ্চিত ক'রেছিস্! দেখে শুনে বর মিলালি কিনা—অগ্নি-শর্ম্মা। ও বাবা—দিন রাত্তিরই যেন মার্‌তে আসে।

নারদ। তা কি ক'রবো বৌদিদি, তোমার মূর্ত্তি আর গুণ দেখে যে কোন হতচ্ছাড়া পছন্দ ক'রলে না! আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে হবে ত? তা তুমিও যেমন বুনো ওল—তেমনি ত বাঘা তেঁতুল চাই বৌদিদি!

অলক্ষ্মী। কথার ছিরি ছাঁদ দেখেছ? মর্—মর্। চল্‌তো ল্যা—পোড়ারমুখোর জন্যে আনি মুড়ো ঝাঁটা!

সহচরীগণ। চল্‌তো বোন্—আনি মুড়ো ঝাঁটা!

(সকলে মহাক্রোধে সম্মার্জ্জনী আনিতে গমন করিল।)

নারদ। এই অলক্ষ্মীই গৃহলক্ষ্মী দুর্ব্বাসার,
একে ক্রোধী ঋষি তাহে অলক্ষ্মী রমণী,
তানাহ'লে ভবে যোগ্যে যোগ্য কোথা মিলে?
তাই এই যোগ্য কার্য্যে নারদ ঘটক!

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। দেবর্ষি নারদ যে? বুঝি আবার কি সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হয়!

নারদ। ছেলেখানা কেমন একবার দেখ দাদা! মুখ দেখেছ কি আর অম্‌নি একটা অনর্থ বাদিয়েছি! কি সর্ব্বনাশ হ'ল ঋষি!

দুর্ব্বাসা। তুমিই তার কারণ দেবর্ষি! তুমিই আমায় কৈলাস হ'তে বৈকুণ্ঠে যেতে সমুদ্রতীরের পথে আস্‌তে যুক্তি দিয়েছিলে!

নারদ। (হাস্যে) ওরে বাপ্‌রে বাপ্! এতেই আমি সর্ব্বনাশ ক'রেছি? কি হ'ল?

দুর্ব্বাসা। পথে ঐরাবতে ইন্দ্র আস্‌ছিল, আমি তাকে প্রিয় ভেবে পারিজাতের আশীর্ব্বাদ মাল্য দিলুম, সে অহঙ্কারে

তা একবার মাথায় ছুঁইয়ে ঐরাবতের মাথায় রাখ্‌লে! গর্ব্বিত ইন্দ্রের গর্ব্বিত বাহন! মূর্খ হস্তী তা আপন শুণ্ডে নিয়ে পদে দলন ক'রলে!

নারদ। তাইতে বুঝি প্রভুর অম্‌নি বেজায় ক্রোধ জন্মাল?

দুর্ব্বাসা। শুদ্ধ ক্রোধ—সেই ক্রোধের পরিণামে—লক্ষ্মী বিশ্বচ্যুতা হ'লেন, তাঁকে আর ঐরাবতকে সমুদ্রগর্ভে স্থান দিয়েছি।

নারদ। তাহ'লে ঋষি, আমি একটা কেমন ছেলে বল দেখি? কেমন যুক্তি দিয়ে—কেমন পথে যেতে ব'লে—অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ ক'রলুম? অতি বর্দ্ধিত তরুর এইরূপে ছেদন চাই, তাই আমার জীবনের এই ব্রত। নারদ—দেশহিতে—পরহিতে—সমাজহিতে সর্ব্বদাই মুক্তমস্তিষ্ক। ছেলেখানার একবার ক্ষমতাটা বোঝ দাদা!

দুর্ব্বাসা। বল কি দেবর্ষি! এ তোমার কৌশল? পরচর্চ্চাই কি তাই তোমার জীবনের মূল মন্ত্র?

নারদ। ছেলেখানায় একবার বুঝে নাও দাদা! আমি মরি সাধারণের জন্য, আর তোমরা ঠাকুর পাঁচজনে মিলে আমার কুঁদুলে ঠাকুর নাম রেখেছ! আমার মুখ দেখা ত দূরের কথা,—নাম পর্য্যন্ত ক'রতেও ভয় পাও! হায় রে অন্ধ জীবের অবস্থা! হায় রে পরোপকারীর পুরস্কার! হায়রে শুভাকাঙ্ক্ষীর পরিণাম! হায়রে নিস্বার্থতার দুর্গতি!

দুর্ব্বাসা। নারদ, এ যে তোমার রহস্যময় চরিত্র! তুমি নিজে

প্রকাশ ক'রলে তাই, তা না হ'লে তোমার চরিত্র-গোমুখীর গহ্বর কোথায়, কার সাধ্য নিরূপণ করে? তাই কি নারদ! সর্ব্বঘটে—সর্ব্বকার্য্যে তুমি অগ্রসর হও?

নারদ। ঐ রকম মতলবেই ত ফিরি, হারি কি জিতি, তাত দেখেছ দাদা! তবে ছেলেখানা যেমন বাদায়, আবার তেমনি মিটায়! তা না হ'লে চল্‌বে কেন? পিতার সৃষ্টি ত রক্ষা ক'রতে হবে! আমার গুরু বিষ্ণু—তাত জান? তাঁর হ'চ্ছে—সৃষ্টি রক্ষার কাজ। আর আমি তাঁর শিষ্য, তাই তাঁর কার্য্যের সহায়তা করি। যেখানে যখন অনর্থ ঘট্‌বার সম্ভাবনা বা ঘট্‌ছে দেখি, সেই খানেই আমি গিয়ে সব ভার মাথায় ক'রে নি। যখন দেখ্‌লুম—দেবাসুরে দেব প্রবল হ'য়ে অত্যাচারী হ'য়েছে, তখন অসুরকে যুক্তি দিয়ে দেবের দর্প চূর্ণ করি, আবার যখন দেখ্‌লুম—অসুর প্রবল হ'য়ে পাপের বন্যায় ধরা প্লাবিত ক'র্‌ছে, তখন তাদের পক্ষে গিয়ে অসুর ধ্বংস করি। যখন প্রজাপতি দক্ষ তমে পূর্ণ হ'ল, তখনই দক্ষকে শিবরহিত যজ্ঞের মন্ত্রণা প্রদান ক'রলুম, জগতে সতীমাহাত্ম্য দেখাতে দক্ষের দ্বারা শিবনিন্দা শুনিয়ে জগন্মাতা সতীকে ধরা হ'তে সরালুম। সংহারক শিবকে ক্রুদ্ধ করিয়ে সেই যজ্ঞ পণ্ড করালুম, দক্ষকে সংহার করালুম! বল দাদা, এগুলো কি সৃষ্টি রক্ষার জন্য নয়?—না দেশহিতের নিমিত্ত নয়?—না শান্তিস্থাপনের হেতু নয়? এতেই নারদ সংসারে অপরাধী!

দুর্ব্বাসা। আর দেবর্ষি! আমার সঙ্গে যে দুষ্টা অলক্ষ্মীর বিবাহ সংঘটন করালে, এর হেত্বর্থ কি? আমি ত গেলুম! একে আমি ক্রোধী, তার উপর স্ত্রীর ব্যবহারে সংসারে অশান্তি,—ক্রমেই আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'চ্ছে, সংযম রক্ষায় অশক্ত হ'চ্চি, কারও কিছু তুচ্ছ অপরাধে আমি আর ধৈর্য্য ধারণ ক'রতে পারি না, লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রদান ক'রে থাকি।

নারদ। ঋষি, তাই চাই। অত্যাচার দমনের জন্য, পাপীর শাসনের জন্য তাই চাই। বিষ প্রাণনাশী হ'লেও বিকার-গ্রস্ত রোগীর অমৃত। তুমি ঘোর সংযমী, জানি তোমার কাছে অন্যায়ের শাসন আছে, পাপের দণ্ড আছে, পুণ্যের পুরস্কার আছে, সুতরাং তোমার ক্রোধে জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না। পিতা সেইজন্য তোমায় অধিক ক্রোধের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি ক'রেছিলেন। আমি সেই ক্রোধকে জাগিয়ে রাখ্‌বার জন্য অলক্ষ্মীর সঙ্গে তোমার মিলন ক'রে দিয়েছি, পাছে তুমি সংসারচক্রে প'ড়ে সেই সাধের ক্রোধকে হারাও! তাই তোমার বিশ্রামের সময়েও অলক্ষ্মীর সহবাস দান ক'রেছি।

দুর্ব্বাসা। দেবর্ষি, আত্মহারা হ'য়ে যাচ্চি। তোমার মহান্ উদ্দেশ্য অতি দুর্ব্বোধ্য হ'লেও ত্রিবিশ্বের আদর্শ চিত্র। দাও, নিস্বার্থতার বিশুদ্ধ বিগ্রহ, পরোপকারী, দেশহিতৈষী, মহানুভব! আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দাও।

নারদ। বোঝ দাদা, এবার ছেলেখানার কদর বোঝ! এবার

গুরু হ'য়ে পড়েচি, এমনি বাবা মজার সংসার, একবার যদি কেউ খে ধরিয়ে দিয়েচে, অমনি আর কি রক্ষে আছে? বাবা, মজার জীব যাকে উঁচুতে তুল্‌বে, তাকে তুল্‌বে ত তুল্‌বে, একেবারেই তুল্‌বে; তাতে সে মরুক আর বাঁচুক! আর যাকে নামাবে, তাকে নামাবে ত নামাবে, একেবারে বেমালুম! বল দাদা, তোমার দোষ নয়, দুনিয়ার কাণ্ড-কারখানাই এই। এখন বল?

দুর্ব্বাসা। এই নরাধম দুর্ব্বাসার দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে এ অভিশাপ প্রদানের উদ্দেশ্য কি?

নারদ। অহঙ্কারী ইন্দ্রের দর্পনাশের কারণ।

দুর্ব্বাসা। তাতে ত্রিবিশ্ব যে লক্ষ্মীহীন হ'ল!

নারদ। বিশ্ববাসীরও দর্প ধ্বংসের জন্য।

দুর্ব্বাসা। তারা অপরাধী কিসে?

নারদ। তারা রাজার কার্য্যের অনুকরণ ক'রছিল।

দুর্ব্বাসা। দেবরাজ ইন্দ্র কতদিন এই দুর্দ্দশা ভোগ ক'রবেন?

নারদ। যতদিন না তাঁর মনের অহঙ্কার দূর হয়, জগন্মাতা লক্ষ্মীর মর্য্যাদা না বুঝেন।

দুর্ব্বাসা। তারপর?

নারদ। পুনর্ব্বার লক্ষ্মীলাভ ক'রবেন।

দুর্ব্বাসা। কিরূপে?

নারদ। সাধনায়।

দুর্ব্বাসা। তাতে লোকশিক্ষা কি?

নারদ। অহঙ্কারই যে লক্ষ্মীমন্ত ব্যক্তির দারিদ্রের মুখ্য কারণ, তা গর্ব্বিত ইন্দ্রকে লক্ষ্মীশূন্য ক'রে জীবকে শিক্ষা দিয়েচি। আবার লক্ষ্মীহীন দুর্ভাগ্য কিরূপ কঠোর সাধনায় লক্ষ্মী লাভ ক'রতে পারেন, তাও দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়ে পরে শিক্ষা দোব।

দুর্ব্বাসা। সে চারুচিত্র কতদিনে লোকচক্ষুর গোচর হবে?

নারদ। রেখাপাত হ'য়েচে। চল ঋষি, গৃহে ব'সেই চিত্রকরের কলা-নৈপুণ্য দেখ্‌বে চল। ছেলেখানা বড় কেউকেটা নয় দাদা!

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চানন্দের সদর গৃহ।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পঞ্চানন্দ ভাবিতেছিলেন, মাঝে মাঝে পুঁথির পাত উল্‌টাইতেছেন।

এরূপ সময়ে পবন প্রবেশ করিল।

পবন। কি পাঁচু খুড়ো, কি ভাব্‌ছ বলদেখি বাবা! হঠাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের হ'ল কি? একেবারে যে ছন্ন ছাড়া? সে শ্রী নেই; সে রূপ নেই; রাজার হাল চাল ত একেবারেই বেচাল! এ যে সম্পূর্ণ লক্ষ্মীছাড়ার দশা দেখ্‌ছি!

(পঞ্চানন্দ পুনর্ব্বার হাই তুলিয়া পুঁথির পাত উল্‌টাইলেন।)

পবন। ও খুড়ো, তোমারও যে বাবা আজ বুলি বন্দ হবার যোগাড় হ'য়েচে দেখ্‌চি!

পঞ্চানন্দ। ভাইপো, আজ কি বার বল দেখি?

পবন। খুড়ো, আজ সকালেই বারের কথা কেন মনে প'ড়ল বাবা! মানসিক ভোগের বার খুঁজ্‌ছ না কি? তা শনি কি মঙ্গল বার হ'তে পারে।

পঞ্চানন্দ। তাই নাকি?—(সুরে)

মনরে! তবে ভাবনা কেনে?
আজ জোড়া পাঁটা মানত দিবে, ছিলিমপুরের ছিদেম বেণে॥

রক্ষে হ'ল, ক'দিন থেকে ভাইপো—তোমার কাছে ত আর ঘরের কথা ছাপা নেই, উপবাসেই দিন কেটে যাচ্চে! তুমি বাড়ী ছাড়া ক'দিন? স্বর্গ লোকের কি কোন খবর রাখ? দেবরাজের কথা কি ব'লছিলে না? বড় পরিতাপ বাবা, বড় পরিতাপ!

পবন। ব্যাপারটা কি বল দেখি খুড়ো!

পঞ্চানন্দ। ব্যাপার শ কাহন কড়ি নৈলে সার্‌ছে না। তাই চাই, তাই চাই। দেমাকে মট মট হ'লেই ভগবানের একটা চাকা আছে, সেইটে ঘুরিয়ে দেয়, হয় তাতে একেবারে ফরসা না হয় পেষা, এ আগেরটা না হ'য়ে শেষেরটাই হ'য়েছে! ভালই হ'য়েছে। আমরা মরি তাতে দুঃখ নেই,

কিন্তু দেমাকে মট মট বেটাদের যে অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়েছে, এতেই পঞ্চানন্দের দিলখোস বাবা! দেবরাজ ঐরাবতে চেপে আস্‌ছিলেন, দুর্ব্বাসা পথে মালা দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন, সেটা নাকি বিলাসী বাবু মাথায় ছুঁইয়ে হাতির মাথায় থুলেন। এতো আর পঞ্চানন্দ ঠাকুর নয় যে, কাল্‌কে দোব ব'লে মানত ক'রে দুবছরে মানত শোধ হয় না? এ বাবা সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডবিধান! অহঙ্কারের মূল কারণ লক্ষ্মী! দুর্ব্বাশা অভিশাপ দিলেন, সেই লক্ষ্মী বিশ্ব-ছাড়া হবেন। তাই হ'ল। (সুরে)

মন্‌রে! তুই মিছে ভাবিস্ কেনে?
গরীবের কাট্‌বেরে দিন এক রকমে,
বাবুদের যে উপায় ভেবে পাইনে॥

পবন। খুড়ো, তা হ'লেত ভারি বিপদ!

পঞ্চানন্দ। ভারি বিপদ বাবা, ভারি বিপদ তোমাদের।

পবন। কেন খুড়ো, তোমারও কি বিপদ নয়?

পঞ্চানন্দ। মরার আবার কোপের ভয় কি বাপ্!

পবন। কথাটা ভাল লাগ্‌ছে না।

পঞ্চানন্দ। কথাটা স্পষ্ট ব'লে?

পবন। খুড়ো, আমরা কি স্পষ্ট কথায় রুষ্ট হই?

পঞ্চানন্দ। অস্পষ্ট ভাবে।

পবন। শ্রীবিষ্ণু! খুড়ো, তুমি এমন কথাও বল্ল?

পঞ্চা। কি ক'র্‌ব বাবা, পাঁচু ঠাকুরের ঐটেই মহৎ অপরাধ।

পবন। শ্রীবিষ্ণু! আমি কি তাই বল্‌ছি?

পঞ্চা। আপনার তলতলে মনকেই জিজ্ঞাসা কর, সাফ জবাব পাবে। আর এ বুড়োটাকে নিয়ে নাড়ন চাড়ন ক'রবার ফয়দা কি?

পবন। না হ'ল না খুড়ো, মনটা বড় খারাপ হ'ল। চল্লুম, বাড়ীর খবর নিগে। তাইত, তাহ'লে ত ভারি বিপদ! বিশ্বে যদি লক্ষ্মী না থাকেন, তা হ'লে ত ভারি বিপদ!

[প্রস্থান।

পঞ্চানন্দ। আমিও একবার মর্ত্ত্যে গমন করি। অনেক বেটা মানত শোধ কর্‌ছে না, তাদের স্কন্ধে গিয়ে ভর্‌ ক'রতে হবে। (সুরে)

মন্‌রে! বৃথা কালের বশে কাজ হারালি।
যত দেখ ধূম ধড়াকা, সকল ফক্কা, তোর একা জুড়ি রৈল খালি॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর সম্মুখ।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। নারদ-চরিত্রতথ্য দুর্ব্বোধ জটিল,
ধর্ম্মতত্ত্ব যথা গুপ্ত নিভৃত গুহায়!

বিঘোর তমিস্রাপূর্ণ খনির মাঝারে,
রত্ন সম বিহরে মুনির হৃদে ত্যাগ—
পরহিত—নিস্বার্থতা—দুস্থ আর্ত্তসেবা।
কি আদর্শ দেব-ঋষি—আত্মবলিদানে,—
মহতী তপস্যা যাঁর বিশ্বের কল্যাণে।
আর আমি? আমি ক্রোধের প্রোজ্জ্বল বহ্নি—
রেখেছি জ্বালায়ে উদ্ভাসিয়া দশদিক,—
অহর্নিশা,—নিজে জ্বলি, জ্বালাই অন্যেরে,
পরে ভুঞ্জি অনুতাপ যন্ত্রণা-শয্যায়,
কৃত কর্ম্মে ইহকাল "গেল গেল" স্মরি!
ব্রহ্মচর্য্য ভাল! ধন্য বটে সংযমতা!
চিত্তজয় এরি নাম? মহত্ব লভিতে—
সঙ্কীর্ণতা আমন্ত্রণ করি সমাদরে।
জগদীশ! কেন ছল দুঃখী দুর্ব্বাসায়?
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম মোর সব ক্রোধে গেল!
মার্জ্জনা করিও—প্রার্থনা চরণে শুধু।

অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

অলক্ষ্মী। মাইরি, মাইরি, কি ভাতার রে—গা জ্বল আর কি! কিছু কি খোঁজ তল্লাস আছে? কেবল মাগটাকেই নিয়ে আদর-আপ্যায়ন হ'চ্ছে! এদিকে নারদে মুখপোড়া যে ঘরের মাগকে অপমান ক'রে গেল, সে তল্লাস নেই। নেই

থাক্, আমি আছি। বলি কানের মাথা কি খেয়েছ ?—সে নিপিতে মিন্‌সে গেল কোথা ? ঝাঁটায় তার মুখ ভোঁতা ক'রব না ? আমি অলক্ষ্মী, তাকে অমনি ছেড়ে দোব ?

দুর্ব্বাসা। সাধ্বি, কারে কি বল্‌ছ ?—দেবর্ষি নারদ।

অলক্ষ্মী। রাখ্‌ তোর নারদ, সে গলদে মুখপোড়াই ত আমায় গারদে ঢুকিয়েচে! তা না হ'লে আমার তোর মত মেনিমুখো ভাতার জুটে! মিন্‌সের কি আক্কেল না, মাগের উপর একটু কদর নেই ?

দুর্ব্বাসা। এই হ'ল, এই জল্‌ল, গ্রীষ্মদিবার দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের মত ধূ ধূ জল্‌ল! মনে করেছিলুম, ক্রোধকে একেবারে নির্ব্বাসন দেবো, তা পারছি কৈ ? তার আক্রমণের ক্ষিপ্রগতি রুদ্ধ ক'রতে পারছি কৈ ? দূর হও, দূর হও, রে চণ্ডাল! দুর্ব্বাসায় জ্ঞাত নোস্ ? কি—কি হ'ল—ক্রোধের উপরেই ক্রোধ আস্‌ছে! আগুণের উপর আগুণ জল্‌ল! চল্লুম, চল্লুম, স্থির হ'তে দিলে না! জগদীশ—আশ্রয় দাও, আশ্রয় দাও।

[প্রস্থান।

অলক্ষ্মী। মিন্‌সের ঢং দেখ না! মিন্‌সেও আমাকে অপমান ক'রলে! তবে আমি কেন মিন্‌সের ঘর ক'রব ? আজ পোড়ারমুখোর কুঁড়েয় আগুণ লাগিয়ে ভিটেয় ঘুঘু চরাব। হাড়হাভাতে মিন্‌সে জলে পুড়ে এসেও—যেন ঘর দোর না পায়। (কুটীরে অগ্নিদান করিল ও কুটীর পুড়িতে লাগিল)

পুড়ুক, পুড়ুক, মুখপোড়ার ঘর পুড়ুক। এই আগুণে যেন পোড়ারমুখে নুড়ো জেলে দিতে পারি। আমি যেন রাঁড় হই! আমার হাতের নো খসুক! সিঁতের সিঁদূর মুছুক! থান কাপড় পরি, একাদশী করি! আমি লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে মরি! মর্ মর্—মর্‌রে পোড়ার-মুখো ভাতার—

গীত।

(ভাতাররে) তুই ম'লে আমার আপদ বালাই
সব যাবে।
গয়না গাঁটি চাইনে আমি, গতর আমার তা যোগাবে॥
ওরে ভাতার তুই আমায় চিন্‌লি না, এই আপশোষ
রৈল মনে পথে চল্‌লি না, নারীর মন প্রেমে মগন,
তুই সেই প্রেম শিখ্‌লি না,
তোরে দাঁড়ে বসালুম, বুলি শিখালুম, তার কি
রীতি এই ভাবে।

যেমনে দু'চক্ষু যাবে, তেমনে চ'লে যাব!

[প্রস্থান।

পঞ্চানন্দের প্রবেশ।

পঞ্চানন্দ। বাবা, পাঁচু ঠাকুরের মানত মেনে ফাঁকি দেবে?

দেখ্ ছেদমে, তোর কাছে আজ জোড়া নোব, তবে ছাড়্‌ব? দেশে দুর্ভিক্ষ হ'ল ত আমার কি হ'ল? আমি যে বাবা, তোমার বাঁজা মেগের ছেলে দিলুম, তার মেহনৎটা দেয় কে? পুঁথি উল্‌টে আজ তোমায় ধরেছি বাবা! পঞ্চানন্দকে তুমি চিন না? আমি কেমন, লোকের অভাব দেখ্‌লেই নরমে যাই, তাই দুর্ব্বাসাঠাকুরের কাছে একটু রাগ ধার ক'রতে এসেচি। বলি ও ঠাকুর, এযে ঠাকুরেরও ঘরদোর পুড়ে গেছে দেখ্‌ছি! রাগে নাকি? বাহবা কিন্তু রাগ!

দুর্ব্বাসার পুনঃ প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। যাই কোথা? জ্বলে পুড়ে ছুটিনু চৌদিকে,
অনন্ত বিশ্বের ধ্বনি "দেহি, দেহি, দেহি,"
বালক যুবক বৃদ্ধ কাঁদিছে ক্ষুধায়।
জ্বলে অগ্নি ক্রোধ চেয়ে ভীম ভয়ঙ্কর,
করাল কৃতান্ত দূরে করিছে জৃম্ভন—
মুখ ব্যাদানিতে, কে তুমি অমর, দ্বারে?

পঞ্চানন্দ। পাঁচু ঠাকুর।

দুর্ব্বাসা। প্রার্থনা?

পঞ্চানন্দ। কিঞ্চিৎ ক্রোধ!

দুর্ব্বাসা। যে হও, সে হও তুমি অমর নশ্বর,
দুর্ব্বাসায় উপহাস?—

পঞ্চানন্দ। না নাগো ঠাকুর, উপহাস ক'রব কেন? অতিথি—প্রার্থনা ক'রছি! আমার কিঞ্চিৎ ক্রোধের আবশ্যক হ'য়েচে। এই তোমার মর্ত্ত্যে অনেক বেটা আমার মানত মেনে দিতে চায় না, তাই একটু ক্রোধ নিয়ে আমি তাদের ঘাড়ে ব'স্‌তে চাই। বাবা, নদী পেরিয়েই নেয়েকে ফাঁকি! তা আর শুন্‌ছি না চাঁদেরা! বাবা দুর্ব্বাসা, তোমার অনেক রাগ সংগ্রহ করা আছে, আমায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দাও।

দুর্ব্বাসা। দেবমূর্ত্তি!—কহ, কাহার প্রেরিত তুমি?
দুর্ব্বাসা ছলিতে কিম্বা ভিক্ষার্থী অতিথি?
সত্য সত্য ক্রোধ ভিক্ষা কর দুর্ব্বাসায়?

পঞ্চানন্দ। সত্যই বাবা, তোমার শিষ্য হ'তে চাই। সংসারে রাগ না থাক্‌লে কোন কাজটাই আর হাসিল করা যায় না! সেই জন্যেই সংসারী লোকের—একটা কথা হ'চ্চে, যেমন সোজা আঙুলে ঘি বেরোয় না! কেমন বাবা? যেমন চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে মানুষের চোখ্ ফুটে না. কেমন বাবা?

দুর্ব্বাসা। অনুতপ্ত ঋষি! কর দূর অনুতাপ!
রত্নাকরে জিঘাংসু মকর-নক্র,
ফণাধর বিষধর-শিরে রহে মণি—
নরের বাঞ্ছিত বস্তু, মৃণালে কণ্টক,
সংযমতা মাঝে ক্রোধ, সকামে নিষ্কাম,

নহে অনুতাপ তাহা, এই মহাশিক্ষা,
অনুতপ্ত আর হইও না রে দুর্ব্বাসা!
চল দেব, ক্রোধভিক্ষা দিব হে তোমায়।

[প্রস্থান।

পঞ্চানন্দ। যথেষ্ট, যথেষ্ট, একটু পেলেই হ'ল, একবারে নর্‌মে গেছি ঠাকুর!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নিত্য বৈকুণ্ঠ।

শায়িত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ।

গীত।

গোপীগণ। ওঠ ওঠ বিছনা ছাড়, কাপড় পর, মুখে—
হাতে জল দাও হে কালসোণা।
তার জন্যে কান্না কেন, মাগ কি আর কারো
মরেনা, ভেবোনা॥

কৃষ্ণ। আহা রে সে যে আমার ছিল পিপাসার জল,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফল,

কোথা গেল বল, আমার সে যে লক্ষ্মী—
নয়ত যন্ত্রণা ॥

গোপীগণ। আহা হা নীল আঁখি যে যায়গো ভেসে,
শুকনো ঠোঁটে আর কেঁদনা ॥

(সকলে কৃষ্ণকে উপবেশন করাইলেন।)

১ম গোপী। কি ক'রবে ঠাকুর, কেঁদে কেঁদে যে চোখ্ দুটোকে করঞ্চা ক'রেচ! ভাব্‌লে কি হবে? লক্ষ্মীরও কপাল! তা না হ'লে নারায়ণকে হারাবে কেন? এখন একটু জল খাও। কতদিন যে অনাহারে কেটে গেল, এমন ক'র্‌লে শরীর টিক্‌বে কেন?

(এক গোপী কৃষ্ণের সম্মুখে জল খাবার ধরিলেন)

কৃষ্ণ। আহারে রুচি হয় না, বিহারে কণ্টক যাতনা, আহা —সে যে লক্ষ্মী, আমি নারায়ণ! এতো ত্যাগের নয়! অনাদি অনন্ত কাল এক হ'য়ে বিহার ক'রেচি! এর বিচ্ছেদ কেউ দেখ্‌তে পায়নি! কেউ কখন কল্পনা-ক্ষেত্রেও স্থান দিতে পারেনি, আজ সব হ'য়েচে! কোথায়—লক্ষ্মী সুদূর অতল তলে, আর আমি নারায়ণ কোথায়—কতদূর উচ্চ নিত্য বৈকুণ্ঠে! না—না—আহারে ইচ্ছা হ'চ্চে না! আমিও বারিধি গর্ভে যাব। অনন্ত সমুদ্র আমার বিরাম-মন্দির হবে, বৈকুণ্ঠ শ্মশান হোক্‌!

১ম গোপী। ছি! ছি! অমন ক'রতে নেই, লোকে কি

ব'লবে? ভক্ত কি মনে ক'র্‌বে? নারায়ণ! তোমায় কি আত্মহারা হ'তে আছে? মায়াময়! নিজের মায়ায় নিজে কেন ডুব্‌তে চাচ্চ?

নারদের প্রবেশ।

নারদ। ঠাকুর আছেন?

নারায়ণ। কেও, আমার কর্ম্মবীর নারদ নয়?

নারদ। হাঁ প্রভু, দাস আমি এসেছি।

নারায়ণ। এস নারদ, এস! লক্ষ্মীশূন্য শ্মশান-বৈকুণ্ঠের চিতা-কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহাসন দেখ্‌বে এস।

নারদ। (স্বগত) এই যে ঔষধ ধ'রেচে! (প্রকাশ্যে) তারপর—

নারায়ণ। এস নারদ, আমার সম্মুখে এস, আমার অবস্থা একবার দেখে যাও।

নারদ। প্রভুর অনুরোধ রাখ্‌তে পারলুম না।

নারায়ণ। কেন নারদ!

নারদ। কেন, তাকি জাননা প্রভু! বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে যুগলমূর্ত্তি ভিন্ন অন্যমূর্ত্তি নারদ দেখ্‌তে প্রস্তুত নয়? ভক্তের দেখ্‌বার মূর্ত্তি—যুগল মূর্ত্তি,—মধুর মূর্ত্তি,—লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্ত্তি! যখন বৈকুণ্ঠে সে মূর্ত্তির অভাব ঘটেছে, তখন নারদেরও বৈকুণ্ঠের সিংহাসন দেখার অভিলাষ ঘুচেছে! এস ঠাকুর, বাইরে এস, দু'চার কথা ক'য়ে ঘরে ফিরে যাই।

নারায়ণ। নারদরে—জানি আমি চাতকের প্রাণ!
শ্যাম মেঘ নাহি চায় বন বিহঙ্গম—
একমাত্র বারি বিনা। গুণগ্রাহী জন—
যতনে কি মধুহীন ফুলে? হয় কোথা—
রসবিবর্জ্জিত কাব্য পাঠকের প্রিয়?

নারদ। জান ত হে কবিবর—সৃষ্ট সৃষ্টি-কাব্যে—
কোথা কোন্ রস তব রহে অপ্রতুল?
ইচ্ছাময় প্রভু তুমি সেই ইচ্ছা পূর'!

নারায়ণ। রে নারদ! ভক্ত-ইচ্ছা আমার বাসনা,
পূরি আমি সেই ইচ্ছা ভক্তের প্রয়াসে।

নারদ। অন্তর্য্যামি! ভক্ত-ইচ্ছা নার কি বুঝিতে?
নার যদি—ত্যজ ছল, হে নীলকমল—
চল যাই, করিবে হে প্রত্যক্ষ দর্শন।

(নারায়ণ যাইতে উদ্যত হইলেন এবং নারদ পশ্চাতে রহিলেন)

১ম গোপী। নারদ, প্রভু অনশনে আছেন।

নারদ। ঠাকুরুণরা! চুপ কর, গোল ক'রনা! লক্ষ্মীলাভ সহজে হয় না, যদি কেউ সংসারে লক্ষ্মীমন্ত থাকেন এবং যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর কৃপা লাভ ক'রেছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা ক'র, তাঁরা লক্ষ্মীলাভে কতদিন অনাহারে কাটিয়েছেন। লক্ষ্মীছাড়া আমি, এটা আমি বুঝি, আর ঠাকুরুণ, তোমরা বোঝ না? চল ঠাকুর, চল, নিজের ইচ্ছা ত কিছু নয়, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবে চল।

(কৃষ্ণ দুঃখের সহিত অগ্রসর হইলেন, গোপীগণও চলিলেন ; নারদ গান ধরিলেন।)

মা মা তোর কৃপা ত কেউ বুঝেনা—ভুল্‌না।
সবাই মনে করে তুই একচোখী, সকল ছেলেয় সমান
বাসিস্‌ না ॥
তোর নিতে দৃষ্টি, উল্‌টোতে হয় সৃষ্টি,
মরুর মাঝে বৃষ্টি, বড় সহজেতে হয় না ॥
তোর কৃপা বড় শক্ত, খেটে মুখে উঠে রক্ত,
ভক্ত ভিন্ন কে জান্‌বে অন্য—বল না ॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দেবলোক।

ভিখারী ইন্দ্র, ভিখারিণী শচী, জয়ন্ত ও অলক্ষ্মী।

ইন্দ্র। শচি! ব্রাহ্মণের অভিশাপে নয়, ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে মা লক্ষ্মীর মর্য্যাদা বুঝিনা ব'লেই, মা যে আমার আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, এখন তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌ছি। নারায়ণ! এ পাপের মোচন কর।

শচী। তখন যে একটার উপর দুটো, দুটোর উপর পাঁচটা

দাসদাসী নৈলে দেবরাজত্ব বজায় থাক্‌বে না ব'ল্‌তে ; আর এখন ?

অলক্ষ্মী। আমি কিন্তু তখন মাঝে মাঝে ব'লতুম। এত কেন গা ! তুমি ব'লতে—এ না হ'লে কর্ত্তার কিছুতেই চ'ল্‌বে না। ও বাবা, তার উপরে কত মজ্‌লিস্‌ ? দেবতাগুলো ত একদিনও ঘরের ভাত খেতো না। তার উপরে অতিথি সেবা—যেন অন্নছত্র বসিয়েছিলে ! এখন ভাবনা ক'রলে কি হবে বল ? তবে যা আমার বোন্‌টার কষ্ট ! না বল্‌লেও চলে না।

ইন্দ্র। মধুসূদন ! যথেষ্ট হ'য়েছে ! আর আমায় লক্ষ্মীহারা রেখো না দয়াময় !

অলক্ষ্মী। শোন—কথা শোন !

জয়ন্ত। মা, বড় খিদে পেয়েছে।

অলক্ষ্মী। এখন তেমন হ'য়েছে। দিনান্তেও যে একমুটো জুটেনা।

শচী। সে দুঃখের কথা বল কেন বোন্‌। আজ কোথায় সে দেবতার দল আর কোথায় সে দেবরাজত্ব ! কাল্‌ বরুণ কতক গুলো গাছের শিকড় এনে দিয়েছিল, তাই সিদ্ধ ক'রে খেয়ে একবেলা চ'লেছে। রাত্রে মিঢাল উপোস, তারপর আজ এত বেলা। ইন্দ্রাণী আমার মাথায় থাক, এর চেয়ে দৈত্য-রাণী হওয়া আমার ভাল ছিল।

অলক্ষ্মী। যেখানে সেখানে একটা চাক্‌রী বাক্‌রী ক'রলেও ত হয়গা ! সমস্ত বয়েস, খেটে খেলে দোষ কি ?

শচী। বিলাসী লোকে কি গতর খাটাতে পারে? অপ্সরা নাচিয়ে মাথা বিগ্‌ড়েছে, ফুলশয্যায় শুয়ে দেহে ঘুণ লেগেছে, নৈলে দোষ কি?

ইন্দ্র। শচি, তুমিও ব'লচ দোষ কি? গ্রহচক্রে ভাগ্যপীড়নে আজ পথের ভিখারী হ'য়েচি ব'লেই কি—হৃদয়কে এত শক্তিহীন ক'রেছি? অবস্থা-নেমির পরিবর্ত্তনে রাজরাজেন্দ্র দরিদ্র হ'তে পারে ব'লে কি দাসত্বও তার রুচিকর হয়? একাহারী শাকান্নভোজী পরাবসথশায়ী ভিক্ষুকও যাকে ঘৃণাবোধ করে, আজ তুমি কিনা অমরার রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে তাকে গৌরবের কার্য্য জ্ঞান ক'রছ? ছি! ছি! পুলোম-রাজনন্দিনি! দাসত্ব কেন? প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ত? তা দাসের প্রাণের মূল্য কি? যাকে প্রভুর প্রতি ভাষা-প্রয়োগে তালে তালে পদবিক্ষেপ ক'রতে হয়, ক্ষুদ্র ত্রুটীতেও কুঞ্চিত ভ্রূকুটী—লোহিত অক্ষি দর্শন ক'রতে হয়, কত তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুর্ব্বাক্য সহ্য ক'রতে হয়, প্রতিক্ষণে ক্ষুদ্র কৃপারও মুখাপেক্ষী থাক্‌তে হয়, প্রতি-বাক্যের প্রতিধ্বনি ক'রতে বাধ্য হ'তে হয়, তার ধিক্কৃত জীবনের কোন কি মূল্য আছে প্রিয়ে! ভক্তবৎসল প্রভু! ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর! অহো, ক্ষুধার যাতনা আর সয় না।

অলক্ষ্মী। গুণপুরুষের ত এ দিকে খুব, তবে মাগ ছেলের আঁত শুকোয় কেন গা? আমার কাছে বোন্ স্পষ্ট কথা!

শচী! ব'লবেনা ত কি বোন্? আমার হাড়মাস কালি হ'য়ে

গেল। অদৃষ্টে যে এত হবে, তা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি!

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তোমার অপরাধ নেই। লক্ষ্মী চঞ্চলা হ'লেই স্ত্রীর নিকট পুরুষ এইরূপ সদ্‌ব্যবহার প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। বিশেষতঃ অভাবই আমাদের সঙ্কোচতা ও ক্ষুদ্রতা আনয়ন করে। আবার অন্নচিন্তা চমৎকারা—এ ক্ষুধার হাত হ'তে মুক্তি পাব কিসে? যাক্—এখন যাও শচি, বাছা জয়ন্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি কিসে হবে, তা চিন্তা ক'রূছ কি?

শচী। আমি কি চিন্তা ক'রব? উনি স্বামী হ'য়ে সে চিন্তা না ক'রে আমার উপর ভার দিচ্চেন! অভাবে প'ড়ে মতিচ্ছন্ন হয়েছে আঁরকি?

অলক্ষ্মী। এও ত আশ্চর্য্য বোন্! এমনটীত কোথাও দেখিনি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

জয়ন্ত। মা, আর যে আমি দাঁড়াতে পারিনা! বাবা—

ইন্দ্র। আয় জয়ন্ত, আয় বাপ্! (সস্নেহে কোলে লইলেন) আমার যেরূপ কর্ম্মফল—তোরও ত সেরূপ ভাগ্য হবে! এখন চল—আজ হ'তে ভিক্ষাই ইন্দ্রের জীবিকা হোক্। বিরাট্ বিশ্বের লোক আজ হ'তে বেশ সুস্থভাবে বুঝুক—অবস্থার পরিণাম! ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারের চরম দৃশ্য! দেবরাজের দুরবস্থা দেখে দেবতা সাবধান হও, ভ্রমেও কেউ কখন ধনের অহঙ্কার ক'রো না। মানুষ! তুমিত অতি তুচ্ছ—তোমার অহঙ্কারের ত কোন মূল্য নাই! তোমার আকাশ-

কুসুমবৎ অলীক রাজত্ব—রত্ন—প্রাসাদ—ঐশ্বর্য্যালঙ্কার—সম্পূর্ণই পরের উপর নির্ভর ক'রছে! তখন গর্ব্ব ত অতি দূরের কথা, পদে পদে তোমায় পরের ভ্রুকুটী সহ্য ক'রতে হবে। (গমনোদ্যত)

দেবগণের প্রবেশ।

পবন। কি দেবরাজ! এত প্রখর মধ্যাহ্নে পুত্রটীকে ল'য়ে কোথায় যাচ্চেন? (ইন্দ্র সসম্ভ্রমে জয়ন্তকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া মস্তক নত করিয়া রহিলেন)

যম। ইন্দ্রাণীর সহিত কলহের কথা শুন্‌ছিলাম! তারই কি ক্রিয়া এই? ক্ষান্ত হোন্ দেবরাজ! বিপদে ধৈর্য্যই জীবের মুখ্য অবলম্বন!

অলক্ষ্মী। এঁরা আবার কেগো? বরের বরযাত্রী নাকি!

শচী। কেন ধর্ম্মরাজ! দেবরাজকে ভিক্ষায় যেতে বাধা দিচ্চেন? আমাদের ক'দিন খাওয়া হয়নি, তাকি খোঁজ তল্লাস নিয়েছিলেন?

যম। আহা ইন্দ্রাণি, আজ সত্যই তোমাকে দেখে আমার বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে! তুমিই কি আমাদের দেবরাজ্যেশ্বরী পুলোমকুমারী? আজ লক্ষ্মীহীনা হ'য়েছ ব'লে কি মা, এ অবস্থায় পরিণতা হ'য়েছ? এটি কে মা? ইনি নয় দুর্ব্বাসার সহধর্ম্মিণী অলক্ষ্মী! লক্ষ্মীশূন্যা হ'তেই পাপচারিণী তোমাকে এসে আশ্রয় নিয়েচে? তাইত ওঁর

কার্য্য মা। জীব লক্ষ্মীশূন্য হ'লেই এই অলক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে কলহ-অনাচারে আপনাদের আত্মাকে কলুষিত ক'রে থাকে।

নারদ ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

(দেবগণ সকলে অভ্যর্থনা করিলেন, ইন্দ্র পদধূলি লইলেন)

ইন্দ্র। প্রভু! ভিখারীর কি আছে, তাই দিয়ে অভ্যর্থনা করব?

নারদ। প্রভু! ঐ সুশীলা ভদ্রা মেয়ে মানুষটীকে চিন্‌তে পারেন কি?

অলক্ষ্মী। পারেন—পারেন রে মুখপোড়া! আমি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়েচি র‍্যা? গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, তুমিও যাও, তোমার প্রভুও যাক্। দেবতাও যাক্, মানুষেও যাক্। না, পাঁচ মুখ-পোড়াতে আমায় আর কোথাও তিষ্ঠুতে দিলে না? আসি শচী দিদি, মনে রাখিস্। তুই কারো কথা শুনিস্ না। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখা ক'রে যাব।

নারদ। আমিও গোবর ছড়া দোব; কুলো বাজাবো, নখ চুলে পূজা দোব, এস চন্দ্রবদনি।

অলক্ষ্মী। ওরে বাপ্‌রে—ওরে মারে—ডিংরে অনামুখো—আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে র‍্যা? সেই জন্যেই ত এত দিন মুখপোড়াদের ঘরে আমি উঁকি দিতে পারিনি

তা হোক্, তা হোক, এবার থেকে আমার দৃষ্টি আর যাবে না! দেখি—পাঁচ মুখপোড়াতে আমার কি ক'র্‌তে পারে?

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। নারায়ণ! বলুন, বলুন। আর কত দিন—আর কত দিন—মা লক্ষ্মীকে হারিয়ে এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে থাক্‌ব! আর কতদিন—পত্নীপুত্রের সহিত ক্ষুধা-রাক্ষসীর সহিত অহোরাত্র, সংগ্রাম ক'রতে থাক্‌ব? মঙ্গলময়! হতভাগ্য ইন্দ্রকে দিয়ে জগতের জীবকে ত অনেক শিক্ষা দান ক'রেছেন; তখন আমার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব কত আছে হরি! শ্রীপদে পতিত হ'লাম—হয় জগন্মাতা লক্ষ্মী, আর ক্ষুন্নিবারিণী সুধা দান করুন, নয় এই পতিতের মৃত্যু দর্শন করুন। আর পদ্ম হ'তে উত্থিত হব না, এই আমার মহাশয়ন হ'ল।

কৃষ্ণ। নারদ, ভক্ত! এবার ভক্তের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

নারদ। তবে হোক্—

কৃষ্ণ। দেবগণেরও কি তাই অভিপ্রেত?

দেবগণ। প্রভু, সুধা প্রদান করুন, আর যেন ক্ষুধার ভয় না থাকে।

কৃষ্ণ। অমরগণ! আমি সব পারি, কিন্তু তা নেওয়া না নেওয়া ত তোমাদের হাত!

ইন্দ্র। ইচ্ছাময়! আর বিলম্ব সহ্য হ'চ্ছে না। কি ক'রতে হবে, আজ্ঞা করুন। পারি সার্থক-মনোরথ হব', না হয়—পশ্চাদ্‌পদ হব', প্রভুর ক্রটী অনুভব ক'রব না।

কৃষ্ণ। উত্তম, সমুদ্রমন্থন কর, কেমন নারদ! যে লক্ষ্মী, সুধা, রত্ন, ঐরাবত সমুদ্রতলে নিহিত র'য়েচে, সে সমুদ্রমন্থন ক'রলে আপনা হ'তেই এ সব লাভ ক'রতে পার্‌বে।

ইন্দ্র। সমুদ্রমন্থন!

নারদ। হাঁ—সমুদ্রমন্থন। আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন? সমুদ্রমন্থন! আপনি কি ভগবানের কাছে আক্ষেপ, নিবেদন, স্তব, স্তুতি জানিয়ে ত্রিলোকদুর্ল্লভ রত্ন বিনায়াসে লাভ ক'রতে চান্? সমুদ্রমন্থন করা চাই, তা হ'লেই অভাব দূর হবে।

ইন্দ্র। তপোধন! বিশাল—অনন্ত—কূলশূন্য অম্ভোধির মন্থন কি সম্ভবে?

নারদ। অসম্ভব কি? মানবের যা অসাধ্য, দেবতার তা সাধ্য। যদি ক্ষুদ্র মানবে সংসার-সমুদ্র মন্থন ক'রে, মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভে সমর্থ হয়, তাহ'লে মানব শ্রেষ্ঠ দেবতায়—বিশাল সমুদ্র-মন্থন ক'রে আপন অভাব দূরীকরণ না কর্‌তে পার্‌বে কেন?

ইন্দ্র। সে বিশাল সমুদ্রের মন্থনদণ্ড কি হবে?

কৃষ্ণ। কেন বাসব, বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডে বিশাল সমুদ্র ব'লে কি তার বৃহৎ মন্থনদণ্ড নেই? সুমেরু পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড কর না?

ইন্দ্র। সে বৃহৎ সুমেরুর সুদৃঢ় আকর্ষণী-রজ্জু কোথায় পাব প্রভু!

নারদ। এ সব না ক'রবার গা। অনন্ত বাসুকীকে মন্থন-রজ্জু ক'রলেই পার।

যম। তাকে আকর্ষণ ক'রে আলোড়ন ক'রবার শক্তি কার আছে ঋষি!

নারদ। তুমি কেবল জীবের দণ্ডমুণ্ডেরই কর্ত্তা, একটু বুদ্ধি নেই কেন? কেন, দেবদৈত্য একত্র হ'য়ে সে কার্য্য সমাধা করনা? চলুন প্রভু, এ দেবের কার্য্য নয়, এঁরা ফাঁকি দিয়ে কাজ সার্‌তে চান। (গমনোদ্যত হইলেন।)

ইন্দ্র। যাবেন না তপোধন! তাই ক'রব। প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনার উপদেশ কিছুতেই অগ্রাহ্য ক'রব না। ইন্দ্র গ্রহবিড়ম্বনায় অনেক সহ্য ক'র্‌ছে! আজ যখন ভগবানকে সম্মুখে পেয়েছি আর ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ দেবর্ষি নারদের পদরেণু লাভ ক'রেছি, তখন শত শত নভস্পর্শী আতলবিদ্ধ অটল মহীধ্র সুমেরুর উৎ-পাটন-পীড়ন বিনাকষ্টে বুক পেতে নোব। এই স্বয়ং ভগবান সাক্ষী, আর চিরসংযমী ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তিরূপী সাক্ষাৎ বিশুদ্ধতার উজ্জ্বল তেজোময় মহাপুরুষ—আপনি সাক্ষী! ইন্দ্র আজ আপনাদের উপদিষ্ট অনন্ত বাসুকীকে স্তবে—বলে বা কৌশলে বাধ্য ক'রে এই সুভীষণ মহান্ কার্য্য সাধনে নিযুক্ত ক'রবে। যে কোন শক্তিতে হোক্, একতারূপ মহামন্ত্রে—দেবাসুরকে একত্র ক'রে এই কার্য্যে উদ্যোগী হব'। হে যজ্ঞেশ্বর! হে অনঘ! হে মাধব!

একমাত্র তোমাকে সেই বিশাল অতীতলক্ষ্য মহাসাগরে ধ্রুবতারা নির্দ্দিষ্ট ক'রে লক্ষ্মীশূন্য আলস্যের দাস শ্রীহীন ইন্দ্র আজ উদ্‌যোগ-সিংহবিক্রমে অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হবে। এস দেবগণ! এস দৈত্যগণ! স্ব স্ব শক্তি ভগবানে অর্পণ ক'রে আজ বিশ্বের মধুর আলেখ্য জীবকে দেখাবে এস। দাঁড়াও—দাঁড়াও ভক্ত আর ভগবান্! বিজেতা আর জয়! কর্ম্ম আর জ্ঞান! একাধারে একাসনে যুগলরূপে দাঁড়াও, আশ্রিতের মুক্তি হোক্, বাসনার ক্ষয় হোক্, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হোক্। ভগবন্! ভক্তের জয়বিধান কর।

(নারদ হাসিয়া ভগবানের পদমূলে বসিলেন;
দেবগণ করপুটে স্তবগান করিতে লাগিলেন।)

দেবগণ। ত্বংহি অকূল সাগরে ধ্রুবতারা—লক্ষ্যভ্রষ্ট
ক'রনা জয় জয় ভগবান।
দূর মরুভূমে ত্বংহি বটচ্ছায়া—তপ্তপান্থ-নিকুঞ্জ, কর
কর পরিত্রাণ॥
ত্বংহি হিল্লোলকল্লোলময়ী জাহ্নবী-জনক, শান্ত
সান্ধ্যনক্ষত্রখচিত আকাশ-ধারক, মাতৃস্নেহদাতা,
উন্মুক্ত প্রেমপাতা নিত্য রহ হৃদে মূর্ত্তিমান্।
শরীর পাতনে, মন্ত্রের সাধনে, সাধিব তব ইচ্ছা—
গাহিয়া তোমার গান॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ছিদামের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

পঞ্চানন্দ পদচারণা করিতে করিতে আপন মনে
চিন্তা করিতেছেন।

পঞ্চানন্দ। একবার বের'লে হয়! আজ বাবা ছিদামের কাছে জোড়া পাঁটা না নিয়ে কিছুতেই সর্‌ছি না। দুর্ব্বাসা ঠাকুরের কাছে যেটুকু ভিক্ষা ক'রে পেয়েছি, তাতেই কাজ হাসিল হবে। মনটাকে বেশ শক্ত করা গেছে। পঞ্চানন্দ!—তুই ক্রোধী? হুঁ। পারবি? হুঁ। দেখিস? হুঁ। হেব্‌ড়ে যাবি না? উঁ-হুঁ। থাক্—পঞ্চানন্দ, তোকে আজ পরক্ ক'রব। এখন ছিদামের মেয়ে পাঁচী বেটীর একবার এলো-চুল দেখ্‌তে পেলে হয়। ঐ না—আইবুড়ো ছুঁড়ি কুল খেতে খেতে আস্‌ছে? দাঁড়া পেঁচো—খাড়া দাঁড়া।

(পঞ্চানন্দ একটী গাছের আড়লে লুকাইলেন, গৃহ হইতে পঞ্চাননী বা পাঁচী কুল খাইতে খাইতে প্রাঙ্গণে আঁটি ফেলিতে ফেলিতে বাহির হইল।)

পঞ্চাননী। বেত্‌লোদ উতেতে! আঃ, বল শীত। এই গাথ-তলায় লোদ পোয়াই।

পঞ্চানন্দ। লোদ পোয়াচ্চি? বেটি, তুই আমার মানতে জন্মে আমাকে ভুলে গেছিস্? আমি বকুলতলার পঞ্চানন্দ, আমায় চিনিস্? মুখ্‌টা মাটীতে ঘস্‌ড়ে দি। পাঁচু, শক্ত হ'য়েছিস্? পার্‌বি ত? হুঁ। তবে কর্। হাঁ। বেটী, নিজে কুল খাচ্ছিস্, আমার জোড়া পাঁটা কৈ? (পঞ্চানন্দ পঞ্চাননীর মুখ মাটীতে ঘস্‌ড়াইয়া দিলেন; পঞ্চাননী চিৎকার করিয়া উঠিল, মাটীতে মুখ ঘসিতে লাগিল।)

পঞ্চাননী। মা—মা—যাইগো!

(ছিদামের স্ত্রী নেতা দিতেছিলেন, ছুটিয়া আসিলেন।)

ছিদাম-স্ত্রী। ওমা—ওমা—কি হ'ল গো? পাঁচি, পাঁচি, কি হ'ল মা! ওগো কর্ত্তা, এস না গো। আমার পাঁচী কেমন ক'র্‌ছে গো? ওমা—ওমা!

পঞ্চানন্দ। (স্বগত) কেমন মাগি, জোড়া পাঁটা দিবি না? পাঁচু, খুব শক্ত হোস্! হুঁ! এবার স্কন্ধে বসি।

পঞ্চাননী। বেটি, সব ভুলে গেছিস্? বেটি, সব ভুলে গেছিস্?

ছিদাম-স্ত্রী। ওমা—ওমা—কি ব'ল্‌ছিস্ মা? ওগো কর্ত্তা—এস না গো! আমার পাঁচী কি ব'ল্‌ছে!

ছিদামের প্রবেশ।

ছিদাম। ও পাঁচীর মা, কি হ'য়েছে গো! একি! পাঁচী কেন এমন ক'রছে! ওমা, কি হ'লো!

পঞ্চাননী। বেটা, তুই আমায় চিনিস্ না?

ছিদাম। ও পাঁচীর মা, পাঁচী আমার বলে কি ?

ছিদাম-স্ত্রী। ছুঁও না, ছুঁও না, পাঁচীকে আমার বাবা পঞ্চানন্দ পেয়েছে।

পঞ্চাননী। বলে কি, বেটা বকুলতলার পঞ্চানন্দকে চিনিস্ না ? চিন্‌বি, চিন্‌বি, তোর মাগ ছেলেকে আগে নি, তারপর চিন্‌বি।

ছিদাম। ও পাঁচীর মা—

ছিদাম-স্ত্রী। ওরে মিন্‌সে! নেকা হ'লি নাকি ? পাঁচী আমার বাবা পঞ্চানন্দের দোর ধরা, মনে নেই ? সেই যে দু'বছর আগে পাঁচীর আমার ভারি ব্যায়রাম হ'লে বাবার কাছে জোড়া পাঁটা দিবি ব'লেছিলি, তা ত আজ পর্য্যন্ত দিলিনি! বুঝি বাবা তাই ভারি চ'টে গিয়ে আজ আমার প্রাণের পাঁচীকে ভর ক'রেছেন।

(সস্ত্রীক গললগ্নীকৃতবাসে যোড়কর হইলেন।)

ব'লেছিলুম মিন্‌সেকে—পয় পয় ক'রে ব'লেছিলুম যে, ঠাকুর দেবতার মানত রেখ'না। হাড়হাবাতে মিন্‌সে কি তা আমার কথা শুন্‌লে গা ? বাবা, রক্ষে কর। বাবা, রক্ষে কর।

ছিদাম। মাগী ব'লে কি ? আরে মাগি, তুই কেন তা নিজেই দিলি না ? আমি কি তোর হাত পা বেঁধে রেখেছিলুম ? তাইত—মেয়ের মুখে যে গেঁজে লাল ভেঙে প'ড়্‌ছে! বাবা, আর বালিকাকে কষ্ট দিও না বাবা!

পঞ্চাননী। বেটা, কেবল ভাঁড়ে টাকা তুল্‌ছ? ঠাকুর দেবতাকে ভয় রাখ না? দেবতাকে ফাঁকি রে বেটা? ঠাকুর আছেন ত ভাল মানুষ, তা না হ'লে রাগী ঠাকুর দুর্ব্বাসা—দুর্ব্বাসা! হ'য়েছে কি, জান-বাচ্চা একখাদে দোব! ভিটেয় ঘুঘু চরাব! বংশে বাতি দিতে কারেও রাখ্‌ব না।

ছিদাম-স্ত্রী। শুন্‌ছ?

ছিদাম। শুন্‌ছি, বাবা বেজার চ'টেছেন।

পঞ্চাননী। চোট্‌বে না? দু'দু' বছর কেটে গেল, মানত শোধ দিস্ না!

ছিদাম। বাবা! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা হোক্। আমি আজই এক জোড়ার বদলে দু জোড়া পাঁটার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি।

(পঞ্চাননী উঠিয়া দোল খাইতে লাগিল।)

পঞ্চাননী। ব্যবস্থা ক'র্‌ছি কি রে বেটা, এখনি দে, বড় শক্ত ঠাকুর পঞ্চানন্দরে বেটা, বড় শক্ত ঠাকুর।

ছিদাম। তাই বাবা, তাই। এখনি দিচ্চি, তুমি আমার পাঁচীকে ছাড়।

পঞ্চাননী। এখনি দে, তবে ছাড়্‌ব।

ছিদাম। দিচ্চি বাবা!

পঞ্চাননী। ওঠ্ এখনি দে, তবে ত?

ছিদাম। যাচ্চি বাবা, তুমি পাঁচীকে আমার ছাড়।

পঞ্চাননী। ছাড়্‌ব, দিবি ত?

ছিদাম। এখনি বাবা, আজ দুপুর পেরবে না।

পঞ্চাননী। তবে ছাড়লুম। হুঁ—হুঁ—হু—

(পঞ্চাননী মূর্চ্ছা যাইলেন, ছিদাম-স্ত্রী তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন।)

ছিদাম-স্ত্রী। ওমা—ওমা—তুই কেমন আছিস্ মা! কর্ত্তা, যাও, আমি একে নিয়ে ঘরে যাচ্ছি। তুমি আজ জোড়া পাঁটা নিয়ে বাবার পূজো দিয়ে এসগে।

[প্রস্থান।

ছিদাম। তা আর ব'ল্‌তে? আজ পাঁটার জন্যে শালার গাঁ উজোড় ক'রে ফেল্‌বো। ও বাবা! আচ্ছা শক্ত ঠাকুর বটে!

[প্রস্থান।

পঞ্চানন্দ। (স্বগত) বাবা—এ দুর্ব্বাসা ঠাকুরের কাছ থেকে ভিক্ষা করা ক্রোধ! ব্যর্থ কি হবার যো আছে রে চাঁদ! কোন্ বেটা বলে যে—দুর্ব্বাসা ঠাকুর বড় রাগী? রাগ না থাক্‌লে কি আর দুনিয়া থাক্‌ত? সাদা মুখের কর্ম্ম নয়, লাল মুখ চাই, তবে যদি কাজ হাসিল ক'রতে পার। কেমন বাবা, দু'বছরে একটা পাঁটা হয় না, আর দেখ, যেই চোখ্ রাঙিয়েচ, অমনি গাঁ উজোড় ক'রতে ছুটেছে! যাই, দুর্ব্বাসা ঠাকুরকে একটা নমস্কার ক'রে আসিগে! ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হচ্ছে না বাবা, ঠাকুরের ভিতরে কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে, সেটা দূরবাণে ক'সে দেখে নিতে হবে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র-তীর।

সমুদ্রগর্ভে বাসুকীবেষ্টিত সুমেরু পর্ব্বত, বাসুকীর মুখ ধরিয়া দৈত্যগণ ও পুচ্ছ ধরিয়া দেবগণ সবেগে আকর্ষণ করিতেছেন। শূন্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ইন্দ্র। প্রাণপণ করি রজ্জু কর আকর্ষণ!
হের হের কিবা চমৎকার!
ঘোর আলোড়নে নীল বারিধির—
স্বচ্ছ বারি ক্ষীরে নত হইল সহসা!

যম। দেবরাজ!
পরাক্রমী দেবদৈত্য-শক্তি সংঘর্ষণে—
সংক্ষুব্ধ সাগর; তাহে মরে জলচর—
জীব যত!

ইন্দ্র। মরুক্ সলিল-জীব। অবিশ্রাম—
দাও আকর্ষণ, হোক্ প্রাণ বিনিময়,
তবু চাই লক্ষ্মী—চাই সুধা সুদুর্লভ।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) ধন্য নারদ, তুমি ধন্য। তুমিই এই সমুদ্র-মন্থনের উপদেষ্টা। তুমিই কৌশলে আমায় লক্ষ্মীহীন করেছ; আমি লক্ষ্মীহীন হ'তে জগত লক্ষ্মীশূন্যা হ'য়েছে। আজ

আবার ভক্তের দ্বারা লক্ষ্মী দান করাবে। এর উদ্দেশ্য কি নারদ, তাকি বুঝিনা? ভক্তই ভগবানের শ্রীদান করে। ভক্ত! তোমার বাসনা পূর্ণ হোক্।

যম। নিহার বাসব, ক্ষীর হ'তে উঠে ঘৃত।

১ম দৈত্য। উঠুক্, উঠুক্ ঘৃত; বাসুকীর বিষে—
মরে দৈত্যকুল! ভীম দৈত্য-আকর্ষণে—
বাসুকী-নিশ্বাস রুদ্ধ, গর্জ্জি মুহুর্মুহু—
কালানল সম করে বিষ উদ্গীরণ!
দগ্ধ হয় অবোধ দানব।

ইন্দ্র। ফুলবাসে কেবা কোথা লভেছে রতন?
সমুদ্রমন্থন বিলাসীর নহে কভু।
কঠোর সাধনা—অস্থিভেদী পরিশ্রম,
জীবন মরণ দুই করি সহযোগী—
জীবনে মথিতে হয়—সংসার বারিধি—
পার যদি—পাবে লক্ষ্মী—রত্ন—সুধা—যাহা—
জীবন-মরণজয়ী। কর আকর্ষণ।
(সকলে সবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন,
চন্দ্র উত্থিত হইলেন।)

যম। আহা—উঠে শীতরশ্মি—সুষমার রাশি,
হের হের সৌন্দর্য্যের নিত্য নিকেতন!

শ্রীকৃষ্ণ। উঠিলেন চন্দ্রদেব—ওষধি-দেবতা—
জীবক্ষুধা নাশ, শস্যপূর্ণা ধরা হবে,

কিরণে পুলক পাবে ; কর আকর্ষণ,
বিলম্বে আয়াস ব্যর্থ হবে।

ইন্দ্র। তবে—তবে—
শোন দেবদৈত্যগণ—ভগবৎ-বাণী,
শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন,
কর আকর্ষণ; কর আকর্ষণ বলে।

(লক্ষ্মী ও সুরা উত্থিত হইলেন)

দৈত্যগণ। কে উঠ্‌ল ? কারা উঠ্‌ল ? এই দিকে বাবা, এই দিকে। বাবা, দুটো মেয়ে মানুষ রে !

ইন্দ্র। কেবা উনি, অলোকলাবণ্যাবালা,
মূর্ত্তিমতী জগত-জননী দেবী ! নমঃ—

দেবগণ। নমঃ ! নমঃ ! জগন্মাতঃ !—(উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন।)

শ্রীকৃষ্ণ। আসিয়াছ স্মেরাননে !
দাও, দাও ভক্ত ! ভগবানে লুব্ধধন—
শ্রীময়ী কমলা, গৌরবে বামেতে লই,
হই ধন্য ভক্তদত্ত অমূল্য নির্ম্মাল্যে।

(লক্ষ্মী শূন্যে উত্থিত হইতে লাগিলেন।)

লক্ষ্মী। বহুকাল পদচ্যুতা দাসী নারায়ণ !
চরণে আশ্রয় দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। শূন্য লক্ষ্মী তোমা বিনা বৈকুণ্ঠ আমার!
চল একবার—শোভা দিবে সে বৈকুণ্ঠে।

(উভয়ে অন্তর্হিত হইলেন)

দেবগণ। যাও মা বৈকুণ্ঠ-বাসিনি। কে মা তুমি?

১ম দৈত্য। (স্বগত) ভালরে ভাল, মজাত মন্দ নয়! একি দেবতাদের কৌশল নাকি? ভগবান্ যে মেয়ে মানুষ নিয়ে উধাও হ'লেন! যাক্, এখনো একটা আছে, এইটেকে বাগিয়ে নিতে হবে। (প্রকাশ্যে) কে বাবা তুমি, চেহারায় মাত ক'রছ? এদিকে এস না, দুটো কথাই কও না?

সুরা। আমি সুরা, আমার সেবায় দুঃখ যায়,
পায় জীব নব বল; হয়—নয়—সবে—
ক'রে দেখ পান। প্রাণ চায় কিবা বল?

গীত।

পিওত পিওত দেখত মেরা কিয়া খোসরাৎ।
শুক্‌নেসে বেমারি ছুটে আঁখে মেলা হজ্‌রৎ॥
ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ভেইয়া দিল্ ভরিয়া পিও,
রাতকাবখৎ সূর্‌জ-ক্যা রৌদ দেখে লিও,
হাঃ হাঃ—হিঃ হিঃ হিঃ—
কিয়া আজব দেখ' ভেইয়া, দেখ' মেরা কিস্মৎ॥

(সকলে সুরাপান করিলেন।)

দৈত্যগণ। লাগ্, লাগ্, ভাল ক'রে লাগ, আজ বাবা, সুধা তোলা চাই।

দেবগণ। দেহ বল সুরে অমৃতরূপিনি! (সকলে আকর্ষণ করিতে লাগিল, উচ্চৈঃশ্রবা ও রত্নাদি উত্থিত হইল)

ইন্দ্র। অই হস্তী রত্ন উঠে—দিও না বিশ্রাম,
নব বলে আছ হ'য়ে বলবান, কেবা—
সুশুভ্র স্থবির মূর্ত্তি! শ্বেত কমুণ্ডলু—
করে,—স্মিতমুখ—আনন্দ বাহিরে মুহু—
যেন উৎসবের কোন মহা উৎস হ'তে!
শান্ত স্নিগ্ধ মরি মধুর প্রোজ্জ্বল কান্তি!
কে তুমি মহান্?

ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরি মম নাম।
করে সুধাপূর্ণ কমুণ্ডলু; শ্রমে যাহা—
দেবদৈত্য করিয়াছ লাভ।

দৈত্যগণ। সুধা, সুধা, দেহ সুধা আমাদের,
আমরাই করিয়াছি বহু পরিশ্রম।
(বল পূর্ব্বক সুধাগ্রহণে ধাবিত হইল)

দেবগণ। আরে রে দানব! আমরা কি করি নাই—
শ্রম, শুদ্ধ শ্রম তোমাদের? পারিবে না—
বলে নিতে দেব বর্ত্তমানে অপ্রমাদ-
সুধা। কর রণ, কর রণ!

দৈত্যগণ। মার্ মার্ দেবতা-পিশাচে! (সকলের যুদ্ধে)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

দুর্ব্বাসা ও নারদের প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। আবার কি হ'ল ?

নারদ। দেবাসুরে যুদ্ধ !

দুর্ব্বাসা। জয় কার ?

নারদ। ভক্তি যার।

দুর্ব্বাসা। কিন্তু দানব-বল অধিক, দেবতা দুর্ব্বল।

নারদ। দুর্ব্বলের বল ভগবান আছেন।

দুর্ব্বাসা। চিরদিনই আছেন। শিক্ষার বিষয় কি ?

নারদ। কোন্ বিষয়ে ?

দুর্ব্বাসা। সমুদ্র-মন্থনে।

নারদ। সেই গোড়ার কথা। লক্ষ্মীহীন দেবরাজ ইন্দ্র কঠোর সাধনায়—একতায় দেবদৈত্যকে একত্র ক'রে দুঃসাধ্য সমুদ্র মন্থনে—লক্ষ্মী রত্ন হয় হস্তী লাভ ক'র্‌লেন, শেষে মরণ-জয়ী সুধাও প্রাপ্ত হ'লেন।

দুর্ব্বাসা। লোকে কি শিক্ষা প্রাপ্ত হ'ল ?

নারদ। যদি কেউ কর্ম্মবীর জীব থাক, তা হ'লে তোমরাও সংসাররূপ সমুদ্রমন্থন কর।

দুর্ব্বাসা। সে সংসার সমুদ্রে মন্থনদণ্ড কে ?

নারদ। দৃঢ় অধ্যবসায়।

দুর্ব্বাসা। সুমেরু যেমন অটল, অচল, বুঝলাম—দৃঢ় অধ্যবসায়ও তদ্রূপ। ভাল—ইন্দ্রের সমুদ্রমন্থনে বাসুকী হ'লেন—রজ্জু, জীবের সংসার-সমুদ্র-মন্থনে রজ্জু হবে কে?

নারদ। বাসনা। বাসুকী যেমন অনন্ত, জীবের ইচ্ছাও তেমন অনন্ত। বাসুকী যেমন সহজে ছিন্ন হয় না, লোকের ইচ্ছাও সেরূপ সহজে ছিন্ন হয় না। যে কর্ম্মবীর সংসাররূপ সমুদ্রে —দৃঢ় অধ্যবসায়রূপ সুমেরু-দণ্ডে,—বাসনারূপ বাসুকীকে রজ্জু ক'রে, সেই অধ্যবসায় দ্বারা মন্থন ক'রতে পারেন, তিনিই এই সংসার-সমুদ্র হ'তে লক্ষ্মী, রত্ন, হয়, হস্তী এমন কি সুধা লাভ ক'রে মৃত্যুঞ্জয় অমর পর্য্যন্ত হ'তে পারেন। দেখ মহর্ষি, তোমার এক ক্রোধের পরিণামে—জগতে কিরূপ শিক্ষা বিস্তৃত হ'চ্ছে! আর কি অনুতপ্ত হ'তে চাও?

পঞ্চানন্দ ও অলক্ষীর প্রবেশ।

পঞ্চানন্দ। এই যে ভগবানের দুই অবতার একত্রে! নমস্কার করি বাবা! তোমরা দুটী মাণিক জোড়! তোমরা দুজন মানুষ দেবতা হ'লে কি হবে, কিন্তু দুটীতেই ভগবানের ঘাড়ে চড়। তুমি বাবা পরামর্শ দাও, আর ইনি বাদান্, আর ভগবান বেটার একবারে নাককে দম! সাধ ক'রে কি আমি শিষ্য হ'য়েচি! গুরুদেব, আমার কাজ ফরসা

বাবা, জোড়ার বদলে গাঁ উজোড়। এখন আমার অলক্ষ্মী ঠাকরুণকে বাড়ী নিয়ে যান। মাকে আমার অনেক ক'রে ইন্দ্রালয় হ'তে বার ক'রে এনেচি। সেখানে দেবতার বাড়ী, সেখানে স্থান পাওয়া বড় কঠিন; যার তার কাছে অপমানিত হ'তে থাকেন! এত আমার সহ্য হয় না, বিশেষতঃ গুরুপত্নীর অপমান আর চোখে দেখা যায় না!

অলক্ষ্মী। প্রভু, বড় অপমানিত হ'য়ে এসেচি, আজ হ'তে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিন্, আমি আর অপমান সৈতে পারি না।

দুর্ব্বাসা। ভায়া নারদ, তুমি অলক্ষ্মীর গমনাগমন স্থান স্থির ক'রে দাও। আমিও আর সহ্য ক'রতে পারি না।

নারদ। বেশ,—শোন বৌঠাকরুণ, যেখানে বিষ্ণু বা শিবভক্তগণ বাস করেন বা ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন—এমন ব্যক্তিগণের গৃহে, উপবনে বা গোগৃহে, যে স্থানে বেদ অধ্যয়ন বা যে সকল ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্ধনাদি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন—তাঁদের আবাস স্থলে, যে স্থানে হোম, গো, গুরু অতিথি পূজা ও দেবদেবী পূজা হয়,সে স্থানে তোমার প্রবেশ নিষেধ রৈল। আর যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, গাভী নাই, গুরু পূজা নাই, অতিথি সেবা নাই, বিষ্ণু ভক্তি, মন্ত্র-জপ নাই, বিশেষতঃ যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষ কলহপরায়ণ, সেই সকল স্থানে তোমার অবারিত দ্বার রৈল। সেইখানেই তুমি সম্মানিত হবে। কেমন তাই করতে পারবে?

অলক্ষ্মী। তাই ক'রব বাছা, আমায় আশ্রমে দিয়ে আসবে এস। তোমার কথায় আমার কিছু জ্ঞান জন্মেচে।

পঞ্চানন্দ। বাবা, আমি কি একটা যেন তেন দেবতা, পঞ্চানন্দ! শক্তের, তিন কুল মুক্ত। চল ত মা ঠাকরুণ, তোমাকে বাড়ী দিয়ে আসি, আর একবার গিয়ে আমার খাতা খানা উলটোই। দেখি, কোন্ কোন্ বেটা মানত শোধ দিচ্চে না! এবার ঋষির কাছে মিথ্যাবাদী অধার্ম্মিক বেটাদের জব্দ ক'রবার ওষুধ শেখা গেছে। গিয়ে ভর হ'লেই হ'ল। অমনি জোড়ার বদলে গাঁ উজোড়!

[উভয়ের প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা। কহ কহ ঋষি, মন্থনের ফলাফল,
কোন্ কোন্ মহাশিক্ষা নিহিত তাহার,
নিহারিতে তাহা মম অতি কৌতুহল।

নারদ। চল তপোধন, সংযমিত হৃদি ল'য়ে,
একে একে শিক্ষা-চিত্র হেরিবে যদ্যপি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস

প্রমথগণ।

প্রমথগণ। গীত।

ভূতের রাজা বাবা ভোলা,
আমরা চেলা হরবোলা।
দেবতা-দানব সাগর মথে ভাই,
ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি আমরা শুধু চাই,
বাবাও ভালবাসে তাই সদাই,
আয় করি দাঙ্গা ফেসাদ—
হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ করি ফাঁসাই গলা॥

(নৃত্য)।

ভগবতী ও মহাদেবের প্রবেশ।

ভগবতী। হাঁরে বাছারা, তোদের কি ঘুম টুম নেই? দিন রাত্রিই খেল্‌বি? যা, একটু শান্ত হ'য়ে থাক্‌গে।

[প্রমথগণের প্রস্থান।

ভাল, এত কোলাহল হ'চ্ছে কোথায়?

মহাদেব। কেন আদ্যাশক্তি, তুমি কি দেবতা দানবে যে সমুদ্র মন্থন ক'রছে, তা জান না?

ভগবতী। বটে! প্রভু গেলেন না যে?

নারদ ও দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। দেবর্ষি! একি কৈলাস?

নারদ। হাঁ ঋষি, এখানে কিছু আছে অভিলাষ!
কর কৃত্তিবাস-চরণ বন্দন। (উভয়ের প্রণাম)

মহাদেব। কি নারদ!

ভগবতী। নারদ! সমুদ্র-মন্থন হ'চ্ছে নাকি?

নারদ। হাঁ মা, সে ত হ'য়ে গেছে। নারায়ণ লক্ষ্মীলাভ ক'র্লেন, কৌস্তুভও পেলেন; দেবতা আর দানবে সুধা নিয়ে মহা ঝগড়া লাগিয়েছে, কোলাহল শুন্‌তে পাচ্ছেন না?

ভগবতী। তা ত শুন্‌ছি। নারদ, নারায়ণ—লক্ষ্মী-কৌস্তুভ পেলেন, দেবতারা ধন-রত্ন-সুধা পেলেন, আর বিশ্বনাথ কি কিছু পাবার অধিকারী হ'লেন না?

মহাদেব। আমার লক্ষ্মী-কৌস্তুভ-ধনরত্নে কি প্রয়োজন আছে ভগবতি! ভিখারীর ও সকলে আবশ্যক কি?

নারদ। আবশ্যক নেই বটে, তবে মা যা ব'লছেন—

ভগবতী। বল না নারদ, উনি যেন কিছুই চান না, ওঁর কিছুরই আবশ্যক নেই, কিন্তু তা ব'লে তোমাদের বিবেচনা কি হ'ল?

নারদ। তা মা, আপনি এ কথা হাজার বার ব'লতে পারেন। তা মা—সেরূপ বিবেচনার লোক সংসারে ক'জন আছে বলুন

ভগবতী। না নারদ, তা নয়। তাঁরা ওঁকে মোটেই পছন্দ

করেন না। বিশেষতঃ নারায়ণ, তিনি ত ওঁকে আঁকে আমলে আন্‌তে দেন না। কেন নারদ, ওঁর যেন কিছু-তেই আবশ্যক নেই, কিন্তু ওঁর ছিলে পিলে ত দুটো আছে? তাদেরও কি অমনি ক'রে দিন কাট্‌বে? কি ব'লব বল? আর হাঁগা—তোমারই বা কি বুদ্ধি? ভাগের ভাগ ছাড়্‌বে কেন? তাঁরা কি কখন কিছু ছেড়েছেন, ব'ল্‌তে পার?

নারদ। হাঁ, তাঁরা আবার ছাড়্‌বেন! তাঁরা বরং বাঘের চামড়া, চিতে-ভস্ম, বুড়ো বলদটারও উপর নজর রাখেন! কেউ নিলেন ব্রহ্মলোক, কেউ নিলেন বৈকুণ্ঠ, কেউ নিলেন ইন্দ্রালয়—পারিজাত-উপবন, এঁর কিনা পাথরে জায়গা কৈলাস, তাও আবার তাঁরা বলেন কিনা—কৈলাস বড় পবিত্র স্থান, বড় জল হাওয়া ভাল, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কি ব'লব মা, ব'ল্লেও—খুড়ো আমার মনে করেন, নারদে বেটা কান ভাংচি দিচ্ছে; আমায় যেন শাঁখারীর করাত সাজ্‌তে হ'য়েচে; জলে কুমীর, আড়ায় বাঘ।

ভগবতী। তা বাপু, স্পষ্ট কথা ব'লতে হবে ত? তুমি কেমন ছেলে রে বাছা!

নারদ। সেই জন্যেই তোমার কথায় মাঝে মাঝে সায় দিতে হয় মা! মিথ্যে কথা ত ব'লতে পারি না।

ভগবতী। আমি কিন্তু আজ ছাড়্‌ছি না বাছা! এ যেমন তেমন অপমান নয়!

নারদ। এর নাম, সাম্‌নে রেখে অপমান!—সে ত আমি বুঝি মা! খুড়ো যে তা বুঝেন না!

ভগবতী। বুঝ্‌তে হবে, বুঝ্‌বে না? তা হ'লে আমারও এই পর্য্যন্ত হ'ল! আমি আর কিছুতেই কৈলাসে থাক্‌ছি না! কেন নারদ, আমার রাজা বাপ কি দুবেলা দুমুটো অন্ন যোগাতে পারবেন না?

নারদ। হরি, হরি, সেও আবার কথা? বিশেষতঃ আপনি যখন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, তখন আবার আপনার অন্ন চিন্তা কি আছে জননি! তা খুড়ো, মা যা বলেন, তা বড় হেলা ফেলা কথা নয়! এদিকেও একটু নজর দিতে হয়! না হ'লে সংসার-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না!

মহাদেব। শুনছি। আমি কি জান নারদ, বড় একটা গোলমালে যেতে চাইনি।

ভগবতী। হাঁ নারদ, সব সময় কি সে কথা খাটে? চিরদিন কি এক রকমে যায়? তুমি কর্ত্তা, তুমি না বল্‌লে, আমার একটু আধ্‌টু কথায় কি হবে?

মহাদেব। বলি, এখন আমায় কি ক'রতে হবে বল দেখি? সাদা কথা বুঝি

গীত

ভগবতী।

তুমি কি বুঝিবে বল, মিছে বলা।
সদাই ভাবে আছ ভুলে, নাম নিয়েছ ভাঙড় ভোলা॥

তুমি সিদ্ধ সিদ্ধিতে, তোমার কি আছে বুদ্ধিতে,
নৈলে রত্নমালা ত্যজি কেন পরবুদ্ধিতে—
শুদ্ধি কৈলে চিতাভস্ম, বুঝ্‌লে না দেব-ছলা॥

দেখ্‌চ নারদ, তবু গা তাতে না? উনি আমার কথায় নাচ্‌বেন? না, না, গিয়ে কাজনি, আমি কৈলাস হ'তে আজিই সর্‌ছি, আমার কি?—কার্ত্তিক-গণেশ ছেলে দুটোর হাত ধ'রব, আর হাঁটা পথে পাড়ি দোব। এমনি কপালও ক'রেছিলুম নারদ! (রোদন)

মহাদেব। একি!—ভগবতি, কাঁদ্‌ছ নাকি? নারদ, সত্যই ত, বিষ্ণু—তিনি লক্ষ্মী-কৌস্তভ দুই নিলেন, আমার জন্য তিনি কিছুই রাখলেন না? দেবতারা সুধা নিলেন, আমার ছেলে পিলের জন্যে তাঁরা কিছু পাঠালেন না? ভাল—এখনি তার বিহিত ক'রছি! ভিখারীরই নয়—ধনরত্ন-লক্ষ্মীর আবশ্যক নেই, কিন্তু ভিখারী-পুত্রেরাও ত আছে? তারা কি তাঁদের নিকট কিছু প্রত্যাশী নয়? আমি ভাওড় ভোলা—আশুতোষ ব'লে—আমায় সকল দিকেই বঞ্চনা? তা হবে না। কোথারে ভূতগণ!

(মহাদেব শিঙায় ফুঁক দিলেন)

প্রমথগণের প্রবেশ।

প্রমথগণ। বাবা—

মহাদেব। যেতে হবে। যেখানে সমুদ্র মন্থন হ'চ্ছে, সেখানে

যেতে হবে। দেবগণ আর বিষ্ণুকে কিছু শিক্ষা দিয়ে আস্‌তে হবে। নন্দি! আমার বুড়' বলদ আর ত্রিশূল আন্।

হর সনে বাদ সাধে দেবতা দানবে,
সহযোগী তায় কিনা কেশব আপনি?
জান নাই কেহ কিরে ধূর্জ্জটি শঙ্করে,
সংহরে নিমিষে যেই ত্রৈলোক্য সংসারে?
আরে শিঙা—বাজ্ বাজ্ ভৈরব নিনাদে—
চলিবে ত্রিশূলী আজ ত্রৈলোক্য দমনে।

[প্রস্থান।

প্রমথগণ। জয় হর হর শঙ্কর, জয় হর হর শঙ্কর।

[প্রস্থান।

ভগবতী। নারদ, তুমিও প্রভুর সঙ্গে যাও, আমিও কৈলাসের উচ্চ চূড়ে ব'সে শঙ্করের মহারণ দেখিগে।

[প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা। ও দেবর্ষি, এ আবার কি হ'ল?

নারদ। এস সংযমি, ক্রমে সব বুঝ্‌তে পারবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সমুদ্রতীরস্থ পথ।

রণপ্রবৃত্ত ইন্দ্র, দেবগণ ও দৈত্যগণ আসীন।

দেবগণ। দেবভোগ্য সুধা হবে—না পাবে দানবে।

(কোলাহল করিতে লাগিলেন)

দৈত্যগণ। নাহি পাবে সুধা যতক্ষণ, ততক্ষণ
দৃঢ় চলচ্ছক্তিহীন হিম-গিরি সম—
থাকিবে আহবে। (কোলাহল করিতে লাগিলেন)

মোহিনীবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। গীত।

সুধার কলস নিয়ে কাঁকে, প্রেমের রেণু মেখে গায়।
আমি যাচাই করি ভালবাসা, কার প্রাণ গো
কোন্‌টা চায়॥
গিরিনদীর মুক্তধারা, নীল আকাশের শুভ্রতারা,
স্বপ্নে শোনা বীণার পারা, সুরে মজে যারা হায়,
তারা চায় সুধা না ভালবাসা, মুক্ত প্রাণের পিপাসায়॥

আর কানে তালা লাগিও না গো, আমি তোমা-দের সুধার মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি, বিবাদ বিসম্বাদে-কাজ কি? (শ্রীকৃষ্ণ হাসিলেন)

দেবগণ। দেহ গো জননি, অমৃত মীমাংসা করি,
দেবরাজ ইনি—দেবভোগ্য হয় সুধা।

ইন্দ্র। আমিই মা, কঠোর সাধনে—দেব দৈত্যে—
করি সংমিলিত—মথি মহাদধি, লভি—
অমীর অমিয়।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই নাকি? তুমি খুব উদ্যোগী ত?

১ম দৈত্য। সুন্দরীর হাস্যে সুধা ক্ষরে, কাজ কিবা—
সুধা, যদি মোহিনীরে পারি লভিবারে!

(দৈত্যগণ পরস্পর ইঙ্গিত করিয়া কামপরবশ হইলেন ও মোহিনীকে দর্শন করিতে লাগিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) অসংযত ইন্দ্রিয়ের দাস দৈত্যগণ,
সুধা ভুঞ্জি অমরত্ব লভিবারে কভু—
পারে কি তাহারা? যথা বানরের গলে—
গজমুক্তা দিলে মর্য্যাদা রহেনা কভু।
বিশেষতঃ দেখ ভাবি, হেরে পর-নারী,
যেই নীচ লালায়িত লালসা-পীড়নে,
সেই জনে সুধা দানি করিলে অমর,
চরাচর যাবে ছারখারে, অত্যাচারে
তলসাৎ হবে বসুন্ধরা, তাই ছলি—
দানবে—অমরে করিব অমৃত দান!
(প্রকাশ্যে) ধাও ধাও রণযুক্ত দেব-দৈত্যগণ!

ত্যজ রুক্ষ ভেদ দ্বন্দ্ব স্বার্থের প্রসার,
আন পাত্র, মহোল্লাসে করিব স্বকরে—
অমলিন অপ্রমাদ অমৃত বণ্টন।

সকলে। তাই ভাল, চল সবে যাই।

(দেব ও দৈত্যগণ মহোল্লাসে পাত্র আনিতে গমন করিলেন, কিন্তু দেবগণ কিয়দ্দূর যাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও তৎসঙ্গে রাহু নামক দৈত্য ছদ্মভাবে দেবগণের সহিত আসিলেন।)

ইন্দ্র। পাত্রে নাহি আবশ্যক, দাও গো জননি,
করপাত্রে মাতৃকরস্থত সুধাকণা—
ভবক্ষুধা যাহে হবে সুচির নির্ব্বাণ !

শ্রীকৃষ্ণ। ধররে অপত্য, ধর ধর—মৃত্যু জয়ে—
ক্ষুধা নাশে যেই সুধা ধাতার সৃজন।

(শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করিতে লাগিলেন, দেবগণ "জয় জয় গোবিন্দ" রবে পান করিলেন; রাহু দৈত্যও পানোদ্যত হইয়াছে, ইত্যবসরে সূর্য্য ও চন্দ্র রাহুকে বুঝিতে পারিয়া দেবগণকে ইঙ্গিত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও দেখিলেন।)

যম। কেবা তুমি ছদ্মবেশি, কোন্ দেব তুমি ?

ইন্দ্র। নাহি চিনি অচিন্ত্য দানবী-মায়া !

সকলে। ছদ্মবেশী দৈত্য-ছলে করে সুধা পান।

শ্রীকৃষ্ণ। মম সহ ছল, আরে চোর, চৌর্য্যফল—

ভুঞ্জ অচিরায়, যমালয় স্থান তব।
সুদর্শন! নাশ দুষ্ট পাপাশয়ে।

(সুদর্শনে রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন)

হোক্ ছিন্ন অঙ্গ দুই রাহু-কেতু নামে।

(শূন্যে রাহুমুণ্ড ও কলেবর দ্বিভাগে বিভক্ত
হইয়া উত্থিত হইল)

রাহুমুণ্ড। দেখ্ দেখ্ সূর্য্য-সোম—মাঝে মাঝে উভে—
মম করে পাবি প্রতিফল! (অদৃশ্য হইল)

কলেবর। সঙ্কেতের প্রায়শ্চিত্ত বুঝিবি তখন।
(অদৃশ্য হইল)

দৈত্যগণের প্রবেশ।

দৈত্যগণ। রে মোহিনি, পাত্র নাহি পাই, আহা—আহা—
কি লাবণ্য ঢল ঢল! সুধা কোথা বালা!

শ্রীকৃষ্ণ। এত বেলা অপেক্ষা করিনু, না পাইনু
দেখা তোমাদের। ফুরায়ে গিয়াছে সুধা—
নিবৃত্ত আলয়ে, আর কোথা সুধা পাবে?

১ম দৈত্য। না পাইব সুধা, পুনর্ব্বার কর—কর—
সমুদ্র-মন্থন।

দৈত্যগণ। সুধা চাই—সুধা চাই—আকর্ষণ কর—
বাসুকীরে!

দেবগণ। ভাল, তাই ভাল, পুনঃ সুধা হ'তে সুধা—
পাইব সাগর মথি।

(পুনরায় দেব-দৈত্য সমুদ্রমন্থন করিতে লাগিলেন ;
বিষ উত্থিত হইতে লাগিল)

ইন্দ্র। শ্বেত শুভ্র কুন্দনিন্দি সাগর সলিল—
হইতেছে ভীম আলোড়নে অকস্মাৎ—
সুনীল বরণ।

যম। খর তীব্র তিক্ত গন্ধ আসে যেন মুহুঃ—
সৃষ্টি কুজ্ঝটিকা ছেয়ে!

দেবগণ। নহে জলোচ্ছ্বাস—জ্বালাময় উৎসে জ্বলে—
সর্ব্ব-অবয়ব। এযে—বিষ!

দৈত্যগণ। দহে দৈত্য—
বুঝি বিশ্ব যায় মরি পলকে দহিয়া!

সকলে। তার' তার' শ্রীমধুসূদন! রক্ষা কর—
সৃষ্টিসহ দৃষ্টিহীন দেব-দৈত্যগণে।

প্রমথগণসহ মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। দেহ রণ, দেব-দৈত্যগণ! ত্রিলোচন—
যাচিছে সংগ্রাম উদার স্বচ্ছন্দ মতে।

প্রমথ। হর—হর—ব্যোম্—ব্যোম্—রুদ্র মহাকাল!

মহাদেব। কই কোথা বিষ্ণু—কোথা ব্রহ্মা লোকনাথ—
হরে অনাদরে যারা?

ব্রহ্মা, নারদ ও দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। হর ক্রোধ—ধর ক্ষমা—ত্রিপুরসংহর!
রক্ষা কর বসুন্ধরা—সমুত্থিত বিষে।

নারদ। সুধা হ'তে সুধা আশে মথিল বারিধি,
উদ্গীর্ণ গরল—লালসার পরিণতি।
বিশ্বনাথ—আশু তোষ আশু রক্ষি ধরা।

মহাদেব। ভাল, নারদ, এ কিরূপ কথা?
চণ্ডীরে তুষিতে এনু করিবারে রণ,
কি বচন কহিছ তোমরা?

নেপথ্যে—জীবগণ। ত্রাহি মে ত্রাহি মে হর, যায় প্রাণ যায়.
বিষে রক্ষ বিশ্বনাথ, বিশ্বের মঙ্গলে!

সকলে। রক্ষ রক্ষ শূলী মহেশ্বর!

দুর্ব্বাসা। হে দেবর্ষি! বাসনার হের পরিণাম—
সুধা হ'তে উঠে বিষ। দৈত্য নয় হীন—
কিন্তু দেবেন্দ্র বাসব হ'তে দেবকুল,
তারাও হইল হেন বাসনার দাস?—
যে বাসনা-পরিণাম প্রাণান্ত গরল?

মহাদেব। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ ঋষি, দেবনিন্দা করিও না,
অশ্রাব্য ঘটনা—দেবের বাসনা হ'তে।
বিশ্বহিতে দেবনিন্দা করিতে গোপন—
রাখিব মহোগ্র বিষ নিজকণ্ঠে মম।

করি বিষপান, আজি হ'তে নীলকণ্ঠ
নাম লইল শঙ্কর। (বিষপান)

সকলে। নমো নমো নীলকণ্ঠ দেব চন্দ্রচূড় !

(প্রণাম করিলেন)

পঞ্চানন্দের প্রবেশ।

পঞ্চানন্দ। এই যে প্রভুর পায়ে সব লুটি পুটি খাচ্চেন ! আমিও এই পথে যাচ্ছিলুম, দেখ্‌তে পেলুম, তাই এলুম। তখন ছাড়ি কেন ? আমিও একবার গড়াগড়ি দি। (মহাদেবকে প্রণাম করিলেন) কড়া মেজাজীঠাকুর একেবারে নরমে গেছেন ! নরমাবেন না দয়াময়, নরমাবেন না। রাগ বড় তোয়াজী জিনিষ, অনেক যত্নে পুষ্‌তে হয়। বিশেষ ফল পেয়েছি, ফল পেয়েছি ব'লেই বল্‌ছি ; এই রাগ ছিল ব'লেই ত আজ এমন মধুর মিলন দেখ্‌ছি। গুরুঠাকুরের ক্রোধ না হ'লে দেবরাজ লক্ষীছাড়া হ'তেন না। আর দেবরাজ লক্ষী ছাড়া না হ'লে আজ সমুদ্র মন্থন হ'ত না, আবার সমুদ্র মন্থন না হ'লে দেবদেব আশুতোষও নীলকণ্ঠ নাম ধারণ ক'র্‌তেন না। এখন দেখুন বাবা, যাঁরা ক্রোধীক তাচ্ছিল্য করেন, দোষী সাব্যস্থ করেন, তাঁরাই দেখুন, আজ ক্রোধের মাহাত্ম্য ! আর আমি ত দেখেছি, জোড়ার বদলে একেবারে গাঁ উজোড় ! আর এখনও দেখাচ্চি—ক্রোধের শেষ ফল কি ? যদিও ক্রোধের ফালে

বাসনার হেঁপায় বিষ উঠেছিল, তবু ব'ল্‌তে হবে—তাতেও মহাশিক্ষা! ঐ যে ভাঙড় ঠাকুরকে দেখ্‌তে পাচ্চেন, ওঁর কপালে চন্দ্রকলা, আর কণ্ঠে বিষ। তার অর্থ কি? সমুদ্রমন্থনে গৌরবও যেমন, নিন্দাও তেমন। তাই প্রভু আমার সেই গৌরবের চিহ্ন চন্দ্রকলাকে কপালে ধ'রে ত্রিবিশ্বের কাছে গৌরব ঘোষণা ক'র্‌ছেন, আর নিন্দার চিহ্ন বিষকে কণ্ঠে গোপন করে বুঝাচ্ছেন, জীবগণ জগতের গৌরব মস্তকে ধ'রে জীবকে দেখাও। আর জগতের নিন্দা বা দোষ ভাগ আমার মত কণ্ঠে গোপন কর, অর্থাৎ কারো নিকট তা প্রকাশ ক'রোনা। কেমন গুরুঠাকুর, এই কিনা? তুমি ঠাকুরই এর মূল বাবা, তোমাকে একটা গড় করি। (নারদকে প্রণাম করিলেন) বাবা আমি একজন ওস্তাদ দেবতা! কেমন আধ্যাত্মিক ভাব ধ'রেছি। আমার কাছে উড়্‌বে? বাবারা সব, পাঁচু ঠাকুরকে চিনে রাখ, নৈলে জোড়ার বদলে গাঁ উজোড় ক'র্‌তে হবে!—হাঁ!

দুর্ব্বাসা।　বুঝিনু দেবর্ষি! লোকশিক্ষা তব—কোন্—
ভাবে।—প্রথম দেখালে তুমি মহোত্তম!
সমুদ্র মন্থনে—সংসার-সমুদ্রে যদি-
কর্ম্মবীর কেহ—সুদৃঢ় অধ্যবসায়-
দণ্ডে—ইচ্ছা-রজ্জু দিয়ে পারে আকর্ষিতে;
পারে সে লভিতে কমলা-রতন-হয়—

হস্তী সে কৌস্তুভ। দ্বিতীয় মন্থনে ঋষি—
দেখাইলে, অতিরিক্ত নহে কিছু ভাল,
অতি বাসনার ফল কৃতান্ত গরল !
তৃতীয়—কৈলাসে গিয়ে হর-মহাক্রোধ—
কৈলে উদ্দীপন, বিশ্ব রক্ষার কারণ !
তাহে মহেশ-চরিত্র-চিত্র মনোহর !
আশুতোষ নাম কেন, ভব কেন হয়—
ভবভাব্য ধন, নীলকণ্ঠ নামে তার
দিলে পূর্ণ পরিচয়। নমি ঋষি পায়,
অতি ক্রোধী আমি ব'লে অনুতপ্ত ছিনু.
কিন্তু আজি সেই ক্রোধে মম, ভাবি ঋষি—
দুর্ব্বাসার গৌরবের হার-যশঃ-খ্যাতি—
চিরস্মৃতি সুকীর্ত্তির সানু-উপত্যকা !

নারদ। এখন দেখ দাদা, ছেলেখানা কি রকম ! দেবরাজ, এতক্ষণ দেখিনি—এ স্ত্রীলোকটী কে ? বাবা খুড়ো, এ স্ত্রীলোকটীকে কি আপনি চিনেন ?

(স্বগত) বাসনা কি বাঞ্ছাময়, অতৃপ্ত রহিবে ?
তবে কেন হরি, হৃদয়-মন্দির-চূড়ে—
পত পত স্বরে উড়ে রঞ্জিত পতাকা,
কেন কর্ণমূলে—মঞ্জীর নূপুর-ধ্বনি ?

মহাদেব। তাইত নারদ, কে এই রমণী হেরি ?
ভাষায় অব্যক্ত রূপা—ভবের বিস্ময়—

কে লাবণ্য অচঞ্চলা দেহ পরিচয়!

শ্রীকৃষ্ণ।　ভালবাস হর, তবে দিব পরিচয়।

মহাদেব।　"ভালবাস" বলিবার পূর্ব্বে বাসিয়াছি।
　　　　মোহিনি, তোমার রূপে আত্মা বিকায়েছি।

　　　　(শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন)

হাসিতে হাসিতে রাধিকার প্রবেশ।

রাধিকা।　কবে হ'তে শ্রীনিবাস, হইলে রমণী,
　　　　চন্দ্রাবলীকুঞ্জে কিসে যাবে চন্দ্রাননি?

　　　　(শ্রীকৃষ্ণের বামে দণ্ডায়মানা হইলেন)

হাসিতে হাসিতে ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী।　ভাল—ভাল কাল সোণা—পুরুষে মোহিলে,
　　　　প্রাণময়ী রাধিকার কি দশা করিলে?

　　　　(মহাদেবের বামে দণ্ডায়মানা হইলেন)

　　　　(শ্রীকৃষ্ণ সসম্ভ্রমে স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন)

নারদ।　হে নারদ! কর লাভ ক্লান্তি-পুরস্কার!
　　　　সকামে নিষ্কাম হের পূর্ণ ভগবানে।

অন্যান্য দেবদেবীগণের প্রবেশ।

গীত

দেবগণ। আহা কি যুগল মাধুরী হর-হরি।
দেবীগণ। যুগলে যুগল মরি ভবানী রাই কিশোরী॥
দেবগণ। বুঝি মেঘ-সীমন্তে চন্দ্রকান্তি,
দেবীগণ। বুঝি রত্নপ্রবালে ময়ূখ ভ্রান্তি,
দেবগণ। গুরু ভৈরব-নিলয়ে মৃদুলা শান্তি,
দেবীগণ। সকামে নিষ্কাম করে ধরাধরি,
সকলে। নমঃ শ্রীনাথহে নীলকণ্ঠ জগন্মাতঃ
রসরাসেশ্বরী॥

যবনিকা-পতন।

PUBLIC LIBRARY